চমক ভরা
ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 October 2021 ■ আগরতলা ১৯ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ১ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
ওঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

প্রতিবেশী দেশের হিন্দু বসতি বিভিন্ন এলাকায় মৌলবাদী আক্রমণে বহু আহত ও নিহতের ঘটনায় উত্তেজনার পারদ চড়ছে

বাংলাদেশে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে ত্রিপুরায় গর্জে উঠল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ সোমবার আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে মুখর হয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। ইসলাম ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বর্বরোচিত আক্রমণে ইসকনের ভক্ত সহ সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। বহু বাড়িঘরে লুটপাট হয়েছে এবং এখনও চলছে। তাই প্রতিবাদী আন্দোলন তেজি রূপ নিয়ে আগামী ২১ অক্টোবর প্রায় ১০ হাজার মানুষকে জড়ো করে মিছিলের মাধ্যমে আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাই-কমিশন কার্যালয়ে ডেপুটেশন দেবে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। শুধু তা-ই নয়, আগামী ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর আগরতলায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব বয়কটের দিয়েছে সংগঠন। ত্রিপুরা সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের পরিস্থিতিতে রাজ্যে চলচ্চিত্র উৎসবের যেন অনুমতি না দেওয়া হয়।

আজ সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বহিন্দু পরিষদের উপ-প্রান্তের সম্পাদক শংকর রায় বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলায় এখন পর্যন্ত সাতজন খুন হয়েছেন। বহু বাড়িঘরে লুটপাট হয়েছে যা এখনও সমানে চলছে। মৌলবাদীদের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে আওয়াজ তেজি করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। তিনি বলেন, প্রত্যেক জেলায় প্রতিবাদী কর্মসূচি পলিত হবে। আগামী ২১ অক্টোবর ১০ হাজার মানুষের সমাগমে মিছিলের মাধ্যমে আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাই-কমিশন কার্যালয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে হিন্দুরা সুস্থ থাকার জন্য প্রতিবাদের তীব্র ধ্বনি সে দেশের সরকারের কানে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের কাছে তাঁর আবেদন, হিন্দুদের ওপর আক্রমণে দোষীদের ফাঁসির ব্যবস্থা হোক। সাথে তিনি কড়া ভাষায় বলেন, হিন্দুদের ওপর আর অত্যাচার হলে বিশ্বহিন্দু পরিষদ সরাসরি মোকাবিলায় নামবে।

এদিন তিনি জানান, ইতিমধ্যে প্রতিবাদের সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলা স্তরে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আজ দক্ষিণ জেলায় প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পশ্চিম, খোয়াই এবং উত্তর জেলায় প্রতিবাদ জানানো হবে।

পরিষদের পশ্চিম জেলা সভাপতি ডা. শংকর সরকার বলেন, আগামী ২১ অক্টোবর দুপুর ১২টায় মিছিল করে বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশন অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ১৪৪ ধারা জারি থাকার জন্য মিছিলের অনুমতি না মিললে স্বল্প কয়েকজনকে নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। তবে, প্রতিবাদ হবে জোরালো। সাথে তিনি আগামী ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর আগরতলায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব বয়কটের ডাক দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারের কাছে প্রস্তাবিত ওই উৎসবের অনুমতি না দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন ডা. শংকর সরকার।

এদিকে, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে আজ ত্রিপুরায় গর্জে উঠলেন সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ। সামাজিক মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়ে আজ তাঁরা আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তীতে তাঁরা বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের কাছে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

এ-বিষয়ে সুমন দেবনাথ বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ভারত ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রের জনগণ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। কিন্তু, গত কয়েকদিনে হিন্দুদের উপর অত্যাচার মানব জাতিকে কলঙ্কিত করেছে। দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনে দাগ লাগিয়েছে। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার মজুরী প্রদানে তালবাহানা, আমবাসা ও খোয়াইয়ে পথ অবরোধ করলেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। দেড় মাস ধরে রেগার কাজ করে মজুরি না পেয়ে সোমবার আমবাসা - গন্ডাছড়া সড়ক অবরোধে বসল আমবাসা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত জিওলছড়া ভিলেজ কমিটি এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার সকাল ১০ টা নাগাদ অবরোধে বসেন আমবাসা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত জিওলছড়া ভিলেজ কমিটি এলাকার বাসিন্দারা।। অভিযোগ বিগত, প্রায় দেড় মাস আগে তারা রেগার কাজ করেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের প্রাপ্য মজুরির টাকা তারা পায়নি। শুধু তাই নয় ,তাদের এলাকায় যাতায়াতের জন্য একটি পাকা সেতুর কাজ শুরু হলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেটি বন্ধ হয়ে রয়েছে।

নির্মাণ কাজ শেষ করার কোন উদ্যোগ নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে প্রতিদিন। এই দুই দাবিকে কেন্দ্র করে এদিন রাস্তা অবরোধে বসে তারা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাসা থানার পুলিশ। মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে আসেন ডিসি প্রসেনজিৎ মালাকার , বিডিও ধ্রুবজ্যোতি দেববর্মা। কথা বলেন অবরোধ কারীদের সাথে। অবরোধকারীদের বক্তব্য একটাই আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাদের প্রাপ্য মজুরি তাদের মিটিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় এই অবরোধ চলতে থাকবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জেলাশাসক ও সমাহর্তা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।এই অবরোধের ফলে রাস্তার দুপাশে আটকে পড়ে অনেক গাড়ি। মূলত আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কে নির্মীয়মান জেলের পাশের রাস্তায় অবরোধে বসে এদিন ভিলেজ এলাকার প্রায় তিন শতাধিক মানুষ।প্রায় তিন ঘন্টা পথ অবরোধ চলার পর রেগার টাকা ১০ দিনের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর পথ অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারীরা।

প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লক্ষ্মীপূজার প্রাক্কালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শব্দবাজি বিক্রির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ- উদ্দীপনা হচ্ছে। বাজার হাটে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাত পোহালেই কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে আনন্দের জোয়ারে মাতোয়ারা আট থেকে আশি সকলেই। আর এই আনন্দের জোয়ারে মাতোয়ারা হতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বাজি পটকা। কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রশাসনের আদেশ মোতাবেক নিষিদ্ধ রয়েছে শব্দ বাজি পোড়ানো। কিন্তু প্রশাসনের আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একাংশ অতি মুনাফা লোভী বিক্রেতারা প্রশাসনের চোখে ফাঁকি দিয়ে শব্দ বাজি বিক্রি করে চলেছেন।। যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। শব্দবাজি যাতে লক্ষ্মী পুজোর সময় পুরানো না হয় সেই কারণে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবার মাঠে সক্রিয়।

সোমবার তেলিয়ামুড়া হাটবারের দিনে তেলিয়ামুড়া ডি.সি.এম তথা পুর পরিষদের ডেপুটি সি.ই.ও সজল দেবনাথ পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে শব্দবাজি বিরোধী অভিযানে নামেন। এই অভিযানে বেরিয়ে তেলিয়ামুড়া উত্তর বাজারস্থিত বিভিন্ন দোকান থেকে প্রায় কয়েক হাজার টাকার শব্দবাজি উদ্ধার করেন। এগুলো তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেগুলিকে জল দিয়ে নষ্ট করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দায় মুখর ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়েত উলামায়ে হিন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশে দূর্গা প্রতিমা ও মন্ডপ ভাংচুর এবং হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সরব হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়েত উলামায়ে হিন্দ। আজ আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের কাছে ওই ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা পত্র তুলে দিয়েছে সংগঠন। জমিয়েত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে ওই ঘটনায় নিন্দা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে, বাংলাদেশের ঘটনায় ত্রিপুরায় শান্তি-সম্প্রীতিতে ব্যাঘাত ঘটে, এমন পরিস্থিতি এড়ানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় একটি পূজা মন্ডপে হনুমানের পায়ের নিচে কোরআন শরীফ রাখাকে ভিত্তি করে সে দেশের বিভিন্ন মন্দিরে ও মন্ডপে ভাঙচুর সহ সংখ্যালঘুদের উপর প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়েত উলামায়ে হিন্দ। রবিবার হিন্দের সভায় সকলেই ওই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আজ ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ওই ঘটনায় আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের কাছে লিখিত প্রতিবাদ ও নিন্দা পত্র তুলে দিয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী ও দুই পুত্রসন্তানকে নিয়ে এনএলএফটি জঙ্গীর আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। দীর্ঘ ২৩ বছর জঙ্গি-জীবন কাটিয়ে অবশেষে আজ আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়েছেন এনএলএফটির এক সদস্য। স্ত্রী ও পুত্র সন্তানকে নিয়ে আজ সোমবার জাইবা কলই নামের জঙ্গি বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি এনএলএফটি (বিএম) গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য বরণ করেছেন।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ জানিয়েছেন, ১৯৯৮ সালে গোমতি জেলার অম্পি থানাধীন হাল্লুবাড়ি এলাকার বাসিন্দা জাইবা কলই বাড়ি থেকে পালিয়ে এনএলএফটি সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। এর পর থেকে জঙ্গি সংগঠনের সাথেই ছিলেন। কখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করেননি। কিন্তু এখন তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেছেন। কারণ,

১৯৯৮ সালের পর থেকে বাবা-মার সাথে তার কোনও যোগাযোগ ছিল না। সুশান্ত কুমার নাথের কথায়, জাইবা কলই আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিএসএফ সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়। তিনি বলেন, ২৩ বছর বাদে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সাথে জাইবার সাক্ষাৎ হবে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি-র কথায়, জাইবার আত্মসমর্পণ শান্তির পথে ফিরে আসার জন্য অন্য জঙ্গিদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর দাবি, ২০১৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ২৩ জন এনএলএফটি জঙ্গি বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে ত্রিপুরায় ঃ আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলা, নির্যাতন ও লুটপাটের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরা বাঙালী দল। দলের রাজ্য কার্য্যলায়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্বরা বলেন, বাংলাদেশে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অনভিপ্রেত। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। এক অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশ বাঙালীদের। আজ বাঙালী জাতিসত্বাই অস্তিত্বের সংকটে গিয়ে পৌঁছেছে। অতীতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। নতুন কোনও ঘটনা নয়। বিরাট একটি চক্রান্ত কাজ করছে বলে মনে করে আমরা বাঙালী। ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। তাই ওপাড়ের অস্থিরতার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ত্রিপুরায় পড়তে পারে বলে আশঙ্কা আমরা বাঙালী দলের।

বিলোনীয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক স্বল্পতায় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী স্বল্পতায় চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না রোগীরা। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে হয়রানির শিকার রোগী সহ রোগীর আত্মীয় পরিজন। এমনই চিত্র ধরা পড়েছে বিলোনিয়ার মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সোমবার সকালে বেশ কয়েকজন রোগী মাইছরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছেন ডাক্তার দেখানোর জন্য।

কিন্তু দীর্ঘ দুই থেকে তিন ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও কোনো ডাক্তারবাবুদের দেখা মেলেনি। জরুরি অবস্থায় কোন রোগীকে দেখে যে ভর্তি করাবে তাও কোন ধরনের ব্যবস্থা রাখেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ হাসপাতলে ডাক্তারের সংখ্যা ৩ জন। কিন্তু এর মধ্যে একজনকে বিলোনিয়াতে ডেপুটেশনে দেওয়া হয়েছে। আর অন্য একজন ছুটিতে রয়েছেন। এখন হাসপাতালে ডাক্তার যিনি রয়েছেন উনার দ্বারা গোটা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু রোগীরা এমনও অভিযোগ করছেন ,বর্তমানে এখন যিনি রয়েছেন উনিও চিকিৎসার পরিসেবা দিতে গাফিলতি করছেন। এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে চরম ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন রোগী সহ রোগীর আত্মীয় পরিজনরা।বিলোনিয়ার মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্তসংখ্যক চিকিৎসক নার্স নিয়োগ করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে রেগায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২২৪.৭২ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। রেগা প্রকল্পে ত্রিপুরার জন্য চলতি অর্থ বছর তথা ২০২১-২২ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২২০ কোটি টাকার বেশী বরাদ্দ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১১১.১২ কোটি টাকা তপশিলী উপজাতি ক্যাটাগরির জন্য। এছাড়া তপশিলী জাতি ক্যাটাগরির জন্য ৩১.৭২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ক্যাটাগরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮১.৮৮ কোটি টাকা। মোট ২২৪.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কল্যাণপুরে দুই সন্তান সহ নিখোঁজ মহিলা পুলিশের তদন্ত নিয়ে জনমনে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৮ অক্টোবর।। রাজ্যে অস্বাভাবিক ঘটনার যেনো কোন কমতি নেই। রাজ্যে মূলতঃ প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ শিরোনামে রয়েছেই বিভিন্ন ধরনের অপরিত্যক্ত জায়গায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা থেকে শুরু করে হীরা পুত্র খাঁকি উর্দিধারীর নাকের ডগা থেকেই নিখোঁজ হওয়ার মতো চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন ঘটনা। যদিও হীরার টুকরো পুলিশ বাবুরা বরাবরের মতোই রয়েছে ঠুঁটু জগন্নাথের ভূমিকায়। এইবার প্রকাশ্যে দিনদুপুরে বিদ্যালয়ে পাঠরত এক নাবালক ছেলে ও এক নাবালিকা মেয়ে সহ নিজ বাড়ি থেকে আচমকা এক গৃহবধূ রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনা কল্যাণপুর থানাধীন স্থানীয় দশমীঘাট এলাকার ১ নং ওয়ার্ডে। উল্লেখ্য, গৃহবধূ সহ ছেলে ও মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার জেরে গোটা কল্যাণপুর এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় দশমীঘাটের বাসিন্দা সঞ্জিত দাসের স্ত্রী শিবানী দাস (২৯), নাবালক ছেলে সাগর দাস (১২), নাবালিকা কণ্যা সুপ্রভা দাস (৯) কে সঙ্গে নিয়ে গত ৬-ই সেপ্টেম্বর ডাক্তার দেখানোর জন্য তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু সেই দিনের পর থেকেই আর কোনরকম হদিস পাওয়া যাচ্ছে না স্ত্রী শিবানী দাস সহ নাবালক ছেলে মেয়ে কারোরই। পরবর্তীতে পরিবারের তরফ থেকে নিকটাত্মীয় থেকে শুরু করে সকল জায়গায় দফায় দফায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন স্ত্রী পুত্র ও কন্যা কারোরই কোনরকম খোঁজ মেলে নি তখন বাধ্য হয়ে সর্বহারা স্বামী সঞ্জীত দাস অবশেষে ১৬ দিনের মাথায় বিগত ২১-শে সেপ্টেম্বর কল্যাণপুর থানার দ্বারস্থ হয়ে উক্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া স্ত্রী সহ নাবালক ছেলে ও মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে। কিন্তু কল্যাণপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করার আজ ২৭ দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও হীরা পুত্র খাঁকি উর্দিধারী বাবুরা আজও নিখোঁজ হয়ে যাওয়া গৃহবধূ সহ ছেলে ও মেয়ে"র মধ্যে কাউকেই উদ্ধার করতে পারে নি।

এইদিকে পুলিশ বাবুরা রয়েছে একপ্রকার দিবানিদ্রায় আচ্ছন্ন বলা চলে। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহল জুড়ে। তবে এইদিকে আবার এরই মাঝে দিনমজুর স্বামী সঞ্জিত দাসের কাছে একটি সূত্র মারফত খবর আসে যে, তাঁর স্ত্রী শিবানী দাস, নাবালক ছেলে সাগর দাস, নাবালিকা মেয়ে সুপ্রভা দাস-কে বহিঃরাজ্যে নিয়ে গিয়ে নাকি আটকে রাখা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজন ধরের স্মরণসভায় বাম আন্দোলনের উপর গুরুত্বারোপ বিমান, কারাত ও মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা কিংবা দেশে কোনও ফ্যাসিস্ট শক্তিই পারবে না বাম আন্দোলনকে রুখতে, বললেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাত। সোমবার আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সদ্য প্রয়াত বিজন ধরের স্মরণসভায় তিনি ভাষণ রাখছিলেন। এই অনুষ্ঠানে পলিটব্যুরো অন্যতম সদস্য বিমান বসু বলেন, ত্রিপুরার মানুষ ভালো নেই। তাই লড়াই-সংগ্রামে মানুষকে আরও বেশি করে যুক্ত করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। পলিটব্যুরো আরেক সদস্য তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, কমিউনিস্টরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে। একটা অঞ্চলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংকীর্ণ রাজনীতি করতে অভ্যস্ত নয়। প্রকাশ কারাত আরও বলেন, কোভিডে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির চার সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দু'জনেই ত্রিপুরার। গৌতম দাশ ও বিজন ধর। এটা বাম সংগঠনের একটা বড় ঘাটতি। কারণ বামপন্থী আন্দোলনে নেতা হঠাৎ তৈরি হয় না। বহু লড়াই ও ত্যাগের মধ্য দিয়েই নেতা হয়।

প্রয়াত বিজন ধরের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সিপিএম পলিটব্যুরোর সগস্য প্রকাশ কারাত।

বিমান বসু বলেন, বর্তমানে দেশে এবং এ রাজ্যেও গণতন্ত্রের উপর হামলা- আক্রমণ হচ্ছে। মানুষের অধিকারের উপর হামলা-আক্রমণ হচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা। জাত, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের চেষ্টা হচ্ছে সর্বত্র।

বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, কোভিডে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির চার সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দু'জনেই ত্রিপুরার। গৌতম দাশ ও বিজন ধর। এটা বাম সংগঠনের একটা বড় ঘাটতি। কারণ বামপন্থী আন্দোলনে নেতা হঠাৎ তৈরি হয় না। বহু লড়াই ও ত্যাগের মধ্য দিয়েই নেতা হয়।

বিমান বসু বলেন, বর্তমানে দেশে এবং এ রাজ্যেও গণতন্ত্রের উপর হামলা- আক্রমণ হচ্ছে। মানুষের অধিকারের উপর হামলা-আক্রমণ হচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা। জাত, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের চেষ্টা হচ্ছে সর্বত্র।

বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব আকাশ থেকে পড়ে না। মাটি ফুঁড়েও উঠে না। তাই বিজন ধরের মৃত্যু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৪ ▫ ১৯ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ১ কার্ত্তিক ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সিঁদুরে মেঘ দেখার উপক্রম

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে শুরু করিয়া শাকসবজি ইত্যাদির মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ যেন সিঁদুরে মেঘ।আর বোধহয় একেই বলে, সর্ষের মধ্যে ভূত! নামেই সর্ষের তেল, অথচ তাতে সর্ষে নামক বস্তুটির নামগন্ধ নাই। সর্ষের তেলের রং, গন্ধ ও ঝাঁঝের সঙ্গে আমরা পরিচিত। আর সর্ষের তেল বাঙালির বড় প্রিয়। আমিষ হোক কি নিরামিষঝাঁঝালো সর্ষের তেলে রান্না না-হইলে বহু ভোজনরসিকের মুখে রুচি আসে না। বাঙালির এই দুর্বলতাকে হাতিয়ার করিয়াই শাঁসালো ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। সস্তার অপরিশোধিত পাম, রাইস ব্র্যান কিংবা সয়াবিন তেলকেই তারা দামি সর্ষের তেলে রূপান্তরিত করে, ভয়ানক কিছু রাসায়নিক পদার্থ মিশাইয়া। গত মে মাসেও ভেজাল তেলের রমরমা কারবারের হদিশ পায় সরকার। তদন্তে প্রকাশ, চক্রটি লকডাউনের সময় থেকেই এই পাপ ব্যবসা ফাদিয়াছিল।

ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) পর্যবেক্ষণ অনুসারে, ভোজ্য তেলে মিশানো হয় ট্রাই-অর্থো-ক্রেসল -ফসফেট (টিওসিপি)। এটা বাস্তবে একধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। এ থেকে ধীরে ধীরে পেটে ব্যথা, পেশির দুর্বলতা ও কিডনির অসুখ হয়। সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না-হইলে প্যারালিসিস পর্যন্ত হইতে পারে। কৃত্রিম গন্ধ ও ঝাঁঝ আনার জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সাধারণত কার্সিনোজেনিক। তাই এর থেকে ক্যান্সার হওয়ারও ভয় থাকে। এই সমস্যা, ভয় বহুদিনের এবং বারোমাসের। তবে সেটা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, পেট্রল-ডিজেলের পাশাপাশি ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে সর্ষের তেলের দাম। আপাতত সর্ষের তেলের লিটার প্রতি দর ২০০ টাকা ছুঁই ছুঁই। তবে পিছাইয়া নাই অন্য ভোজ্য তেলগুলিও। দামের দৌড়ে সয়াবিন, পাম, সূর্যমুখী, তুষ প্রভৃতির তেলও সমানে পাল্লা দিতেছে।এই সময় যত ভেজাল মিশানো যাইবে তত বেশি লাভ। অতএব অসাধু কারবারিবা এমন মুহূর্তে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে, বিশ্বাস করা কঠিন। তাহাদের দাঁত নখ বাহির করিবার এটাই সেরা মওকা। সত্যিই সিঁদুরে মেঘ দেখিতে পাইতেছি আমরা। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে তাই এখনই বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। সর্ষের তেলে যে-কোনও ধরনের ভেজাল মিশানো রুখিতে এফএসএসএআই আগেই নির্দেশিকা জারি করিয়াছিল।ভেজাল দূরে থাক, 'সর্ষের তেল' নামে যা বিক্রি হইবে তাহাতে পাম, সয়াবিন বা অন্যকোনও তেলও মিলানো যাইবে না। নির্দেশিকাটি ২০২০ সালের ১ অক্টোবর থেকে বলবৎ রহিয়াছে। এই নির্দেশ কঠোরভাবে মান্য করা হইতেছে কি না খোঁজ নিতে হইবে। ভেজাল রুখিতে এফএসএসএআই সারা দেশ থেকে মাঝেমধ্যেই নমুনা সংগ্রহ করে, পরে সেগুলি পরীক্ষিত হয় ল্যাবে। তাহার ভিত্তিতেই হাইপারমার্কেট, সুপারমার্কেট থেকে সাধারণ মুদি দোকান সর্বত্র তেল বিক্রির অনুমতি পায়। তাহাদের এমন নজরদারি এই সময় আরও বাড়াইতে হইবে। শুধু আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিলে হইবে না, ভোজ্য তেলের দাম দ্রুত কমাইবার ব্যাপারেও আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হইবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। দেশের সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে অসাধ্য সাধন করা অনায়াসেই সম্ভব হইবে।

দু''দিনের সফরে জম্মুতে সেনাপ্রধান, খতিয়ে দেখবেন সামগ্রিক পরিস্থিতি

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): দু''দিনের সফরে জম্মু রওনা হলেন সেনাবাহিনীর প্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণে। সোমবার জম্মুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন সেনাপ্রধান। দু''দিনের এই সফরে জম্মু অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন সেনাবাহিনীর প্রধান। নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ফরোয়ার্ড এলাকাগুলিও পরিদর্শন করবেন তিনি।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ফরোয়ার্ড এলাকাগুলিও পরিদর্শন করবেন সেনাপ্রধান। বিভিন্ন অভিযান সম্পর্কে শীর্ষ আধিকারিকরা সেনাপ্রধানকে অবহিত করবেন। বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব ক্রমশ বেড়েই চলেছে, এমতাবস্থায় সেনা প্রধানের জম্মু সফরের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে বলা মনে করা হচ্ছে।

ফের বাংলাদেশকে তোপ তসলিমা নাসরিনের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে ধর্মের নামে চলতে থাকা হিংসার ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে অনেকে সরব হচ্ছেন। ঘটনার নিন্দা করে লাগাতার সামাজিক মাধ্যমে আক্রমণ করে চলেছেন তসলিমা নাসরিন। বাংলাদেশ সরকারের তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি।

বাংলাদেশে ভাঙচুরের তিনটি ছবি দিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় তিনি টুইটে লিখেছেন, "লজ্জা এখনও প্রাসঙ্গিক'। এর আগে চারটি ছবি দিয়ে টুইটে লিখেছেন, "কাঁদো, ভালোবাসার দেশ।" অপর টুইটে হিংসার ২৪টি ছবির ফ্রেম দিয়ে লিখেছেন, "কাঁদো, ভালোবাসার দেশ।" বস্তুত তিন দিন ধরেই সামাজিক মাধ্যমে সরব তিনি। বাংলাদেশকে 'জিহাদিস্তান' আখ্যা দিয়ে তসলিমা লিখেছেন, 'আফগানিস্তান, পাকিস্তান, জিহাদিস্তান। জিহাদিস্তানের অফিসিয়াল নাম এখনও অবশ্য বাংলাদেশ। এই তিন স্থান সমানে সমান পাল্লা দিয়ে চলছে। যুগ যুগ ধরে পরিকল্পিত ভাবে হিন্দু নির্যাতন চলছে জিহাদিস্তানে। গত তিন দিনে এই নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এর সম্পূর্ণ দায়ভার সরকারের। কওমি- কাম-জিহাদি মাতা হাসিনার। তাঁর শাসনামলেই দেশে জিহাদি পয়দা হয়েছে সবচেয়ে বেশি, দেশে হিন্দুর নিরাপত্তা নষ্ট হয়েছে বেশি। বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির শাসনামলেও সম্ভবত এত হিন্দু নির্যাতন হয়নি, যত হয়েছে আওয়ামি লীগের আমলে। মনে হয় জামাতে ইসলামি ক্ষমতায় থাকলেও এত হিন্দু নির্যাতন হতো না।' এখানেই না থেমে তসলিমা আরো দাবি করেছেন, মুসলিম প্রচার বন্ধ করলেই জিহাদি কার্যকলাপ বন্ধ হবে। তাঁর কথায়, 'মাদ্রাসা, মসজিদ, ওয়াজ মাহফিল, ইজতেমা, ইসলাম প্রচার বন্ধ করে দিন। পরের প্রজন্মে একটিও জিহাদি পাবেন না। মুসলিম বলতেও কাউকে পাবেন কি না সন্দেহ। পেলে মানুষ পাবেন। যদি সত্যিকার গণতন্ত্র বহাল থাকে, সমতার সমাজ থাকে, তাহলে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে পাবেন বিবেক এবং মনুষ্যত্ব, শুভবুদ্ধি এবং উদারতা।'

বাংলাদেশে হামলার প্রতিবাদে সল্টলেকের রাজপথে বিজেপি

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর থেকে শুরু করে গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি মন্দিরে হামলা এমনকি ইস্কন মন্দিরে হামলা। সাম্প্রদায়িক এই হিংসায় এখনও প্রাণ হারিয়েছেন অনেকেই। এই এবার বাংলাদেশে দুর্গা পুজোর সময় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় সবর হল বিজেপি। বাঙালিদের ওপর হামলার ঘটনার এদিন বিধাননগর সচেতন নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে করুনাময়ীতে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজ্য বিজেপি জেনারেল সেক্রেটারি সায়ন্তন বসু সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও আবাসিকরা। এপ্রসঙ্গে সায়ন্তন বসু বলেন, "আমার সব থেকে আশ্চর্য লাগে আমার বাঙালি ভাই বোনেরা আক্রান্ত হচ্ছে। আর এখানে অনেকেই সকাল বিকেল কোথায় গুজরাটে কি হল তা নিয়ে কান্না কাটি করে নিজের বাড়ির সামনে চোখের জলে বিশাল বিশাল পুকুর তৈরি করে যাচ্ছে। তারা এখন আশ্চর্য জনক ভাবে নীরব। তারা শ্যাম রাখি না কুল রাখি এই অবস্থায় একটা আবেদন করেছে শেখ হাসিনার কাছে। এমন আবেদন করছে যে তুমি মারছো বড় বেশি মারছো একটু দেখে মারো। এরকম আবেদন করেছে। তার জন্য যারা বাংলাদেশে এই পাষণ্ড এর কাজ করছে তাদের কে ধিক্কার জানাচ্ছি।" তিনি আরও বলেন, "সমান ধিক্কার জানাচ্ছি এই বাংলার তথাকথিত স্যকুলারবাদী মুখ্যমন্ত্রীর পেটুয়া কিছু বুদ্ধিজীবীদের। তারা মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ওঠেবসে। যাদের পাঁচশো টাকায় হাজার টাকায় কেনা যায়। আজকে যদি পাঁচ হাজার টাকা দিতাম সেই সব দাড়িওয়ালা লোক জন এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকত।

জল- জঙ্গল- প্রকৃতিকে নিলামে তুলছেন সরকার, মানুষ বাঁচবে তো?

শোভনলাল চক্রবর্তী

বিগত বেশ কয়েকটি বছর ধরে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছিলেন যে প্রকৃতির নিধনযজ্ঞ পৃথিবী জুড়ে যেভাবে বাড়ছে তাতে সংক্রমক ব্যাধির গতিপ্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছে। মানুষ আরো বেশি করে পরিভাষায় যাকে বলে জুনওটিক ডিজিজ বা পশুজাত ব্যাধি যেমন—জলাতঙ্ক, ইবোলা, সার্স, মার্স এবং বর্তমানে কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে যার প্রতিটি পশু থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়েছে। একদিকে যখন টিভির পর্দায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন কোভিডের মতো জুনওটিক রোগ কেন আসলে জঙ্গল কেটে ফেলার প্রত্যক্ষ পরিণাম। বোধাচ্ছেন কী ভাবে জঙ্গলের আশ্রয়হারা প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের ঘেঁয়াঘেঁষি বাড়ছে আর তার ফলে তাদের শরীর থেকে এত ঘন ঘন নানা ভাইরাস লাফিয়ে নামছে আমাদের শরীরে। অন্যদিকে তখন লকডাউনের পরে বর্তমান চলছে অর্থনীতিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর ডন্য মরিয়া প্রচেষ্টা। অর্থনীতিকে চাহগা করতে গিয়ে অবাধ ছাড় দেওয়া হয়েছে পরিবেশ ও বনাঞ্চল সংরক্ষণের বিরুদ্ধে, যা রীতিমতো চিন্তার বিষয়। প্রথমে ভারতের পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনে যে ফরেস্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি তাকে দিয়ে পাশ করিয়ে নেওয়া হল একটি সিদ্ধান্ত, যা পরিবেশ ভাবনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এতকাল ধরে বনাঞ্চলের ভিতরে যে সরকারি খনিগুলি ছিল তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পরিবেশ মন্ত্রকের থেকে লিজ নবীকরণ করতে হত, যেখানে দেখা হত খননের কারণে বনাঞ্চলের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা। কিন্তু করোনা আবহে সরকার কায়দা করে সে নিয়ম তুলে দিয়ে ২০ বছরের লিজ দিয়ে দিচ্ছেন। এর অর্থ খননের জন্য যদি বনাঞ্চলের কোনো ক্ষতি হয়, তা অন্তত ২০ বছর আগে কেউ টের পাওয়ার নেই। লকডাউনের সময় যে প্রকল্পগুলি পরিবেশ বা বন দফতরের অফিসে অনুমোদনের জন্য পড়ে ছিল, সরকার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের নাম করে সেই প্রকল্পগুলিকে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। তার মানে ইতিপূর্বে যে সমস্ত প্রকল্প নিয়ে আন্দোলন, পুনর্বাসন, কোর্ট কাছারি হয়েছে সেই সব ফাঁস থেকে নতুন প্রকল্পগুলিকে এক ধাক্কায় ছুটি দিয়ে দিল সরকার। একটি ভিডিও কনফারেন্স করে পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকের একসঙ্গে ৩১টি প্রকল্পের ছাড়পত্র দিয়েছেন যার মধ্যে ১৬টিতে সরকার জাতীয় উদ্যান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বন্যপ্রাণীর যাতায়তের পথে হাইওয়ে, ইলেকট্রিক হাইটেনশন লাইন এবং রেল লাইন পাতার অনুমতি দিয়েছে। যে প্রকল্পগুলি ছাড়পত্র পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে আছে তেলেঙ্গানায় ১৬৮ হেক্টর বাধ অধ্যুষিত বনভূমিতে ট্রেন লাইন পাতার কাজ, গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যানের ভিতর দিয়ে নতুন হাইওয়ে, গোয়ার মোল্লেম অভয়ারণ্যের ভিতরদিয়ে হাইওয়ে, উত্তরাখণ্ডের ভিতরদিয়ে হাইওয়ে উত্তরাখণ্ডের বিনগ অভয়ারণ্যের ভিতরে ৭৬৮ হেক্টর জমি নিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। মহাবীর অভায়ারণ্যের ভিতর দিয়ে যে জাতীয় সড়কের প্রকল্প করা হয়েছে, তা লাগোয়া রয়েছে কালী ব্যাঘ্র প্রকল্প যেখানে কয়েক মাস আগে এক বাঘিনী ও তার তিন শাবককে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে কেউ বা কারা। এর পাশাপাশি রয়েছে অরুণাচল প্রদেশের বিদাঙ উপত্যকায় ৩০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, যেটির খরচ ২৫ হাজার কোটি টাকা এবং দিবাঙ অভয়ারণ্য থেকে যার দূরত্ব মাত্র ১২ কিলোমিটার। এর জন্য প্রায় ১২ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে তিন লক্ষের মতো গাছ কাটতে হবে। গ্রাষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের উপর এই আঘাতের ফলে ব্যাপক ক্ষতি হবে ওই গোটা অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের এবং সর্বোপরি পরিবেশের। অরুণাচল প্রদেশের এই প্রকল্পটিকে এর আগে চারবার রুখে দিয়েছেন। পরিবেশ আন্দোলনকারীরা। কিন্তু এবার করোনার সুযোগে সরকার প্রকল্পটিকে পাশ করে দিলেন। যেটি হাস্যকরতা হল, যাঁরা এই প্রকল্পের দায়িত্বে তাঁদের হিসাব অনুযায়ী ওই গাছগুলির কাটার ক্ষতিপূরণ ১.৭ কোটি টাকা, যে ক্ষতিপূরণ সরকার নিতে রাজি হয়েছেন। এরপর পাহাড় নদ-নদী বেচে সরকার কি টাকা সংগ্রহ করবেন? জানা নেই, তবে এই কেন্দ্রীয় সরকার সব পারেন, এটা পরিষ্কার।

এমনিতেই জঙ্গল সংলগ্ন মানুষের বসতি, জঙ্গলের গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমিয়ে আনছে, এবার যদি সরকার দায়িত্ব নেন গাছ কাটার তবে তো আর কথাই নেই। খনিজ সম্পদ আছে যে সব রাজ্যে, তাঁদের কাছে সরকার চিঠি পাঠিয়েছে এই মর্মে যে ওই রাজ্যের সরকার যাতে অন্তত পাঁচটি নতুন খনির সন্ধান করেন এবং এমন ব্যবস্থা করে রাখেন যাতে পরিবেশ দফতর বা অন্য কেউ কোনো গণ্ডগোল না পাকাতে পারেন। তবে কি খনি, মানুষ, জঙ্গল সব একসঙ্গে বিকিয়ে যাবে এবার। এইসব রাজ্যে গঠিত হবে একটি করে প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি, যারা ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্স-কে আবেদন জানাবেন যাতে পনেরো দিনের মধ্যে ছাড়পত্র পায় প্রকল্পটি। অনুরূপে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রও মিলবে চটজলদি। সরকারি আইনকে কলা দেখিয়ে, সরকার যদি এইভাবে নিজেদের পছন্দের লোকদের খনি বেচতে শুরু করেন, তবে সমূহ বিপদ।

পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্য ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় লৌহ আকরিকের এবং ম্যাঙ্গানিজের ওপেন কাস্ট মাইন চিহ্নিত করেছে যেখানে ঘিরে রয়েছে সবুজ বনভূমি। ওই পরিবেশে সরকার কী করে ওপেন কাস্ট মাইনের কথা ভাবছেন এটাই গভীর চিন্তার বিষয়। তাঁদেরসংবেদনশীলতার এতটা অভাব যে খনি থাকলেই সেখানে খনন চালাতে হবে। তাঁর পরিবেস, পরিমণ্ডল জীববৈচিত্র্য কোনো দিকেই তাকাবেন না। যাঁরা আমাজনের জঙ্গলে আগুন ধরানো নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, আজ তাঁরা কোথাও?

মোদি সরকার প্রকৃতির ওপর যে আঘাত হানছেন তা ওই অঞ্চলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার শামিল, বেয়ার গ্রিলস মোদি করে ছাড় পাওয়া যাবে না। একসঙ্গে চল্লিশটি কয়লার ব্লককে তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার হাতে, যার একটি লোক দেখানো দরপত্র জমা নেওয়া হবে, কিন্তু কারা বরাত পেতে চলেছেন তা একটি বাচ্চা ছেলেও বলেদিতে পারবে। আজ যখন সারা দুনিয়া অপ্রচলিত শক্তির ওপর জোর দিচ্ছে তখন ভারতের কয়লার প্রতি এই ভালোবাসা কি মোদিজি তাঁর দোসর ট্রাম্প সাহেবের কাছ থেকে পেলেন, নাকি শুধুই টাকার গন্ধে আমোদ করে উঠেছে মন মেতে? অর্থমন্ত্রী পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন কয়লা শিল্পের খোলনলচে বদলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এত হয়ে গেল সেই, কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছো-র মতো ব্যাপার। যে উৎস প্রায় নিঃশেষিত তাকে ধরে এত টানাটানি কেন? ফসিল ফুয়েলের যুগ যখন ফুরিয়ে আসছে, তখন সেই শিল্পে এতগুলো টাকার লগ্নি কি কারোর সুবিধার জন্য? এই টাকাটা যদি পরিবেশবান্ধব অপ্রচলিত শক্তির সন্ধানে সরকার ব্যয় করতে তাহলে বোঝা যেত যে সরকার কিছটা দূরদৃষ্টি আছে। এই লেখা যখন লিখছি তখন ছত্তিশগড়ের অনেকগুলি গ্রামের মানুষ দুলছেন অনিশ্চয়তার দোলায়। সেখানে সুপ্রাচীন অরণ্যের তলায় রয়েছে ৫১৮ কোটি টন কয়লা। সেখানকার মানুষ নদী-সবার অস্তিত্ব পিন্ন। আজ এই করোনার কালবেলায় যখন মানুষ জীবন, জীবিকা দুদিক দিয়ে আক্রান্ত, তখন পরিবেশ সচেতন হওয়া আমাদের কর্তব্য। গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োজন যে গাছের আচ্ছাদন তা বাড়ানোর চেষ্টার করা আমরা উল্টে তা কমাতে চলেছি স্রেফ এককালীন কিছু টাকার লোভে। তিন বিলিয়ন টন কার্বন শোষণ করার মতো গাছের সংখ্যা এখন ভারতে নেই। গাছের সংখ্যা বাড়ানোর বদলে পরিবেশমন্ত্রক এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছে, পরিবেশ সংরক্ষণের পরিপন্থী। এই ধরনের বিকাশ এর বিরুদ্ধে মানুষকেই পথে নামতে হবে। নিজেদের জীবনের স্বার্থে। কারণ, এই অবোধ সরকার যে ডালে বসে আছে, সেই ডালটিকেই কাটাতে উদ্যত। প্রশ্নটা হল, আমরা বিশ্বসচেতন নরবাসীরা কি কখনও টের পাই কীভাবে দূর আমাজন আর ছত্তিশগড় এক হয়ে যায়?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলাদেশে ইসলামিক ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে ভিএইচপির করিমগঞ্জ জেলা কমিটি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে মন্দির, পূজা মণ্ডপে ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ সহ হিন্দুদের ওপর ইসলামিক ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বহিন্দু পরিষদের শ্রীভূমি জেলা (করিমগঞ্জ জেলা) কমিটি প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। পরিষদের জেলা কমিটির ডাকে সোমবার সকাল ১১টায় শহরের পুরাতন পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে এক বিশাল প্রতিবাদী মিছিল বের হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুর্দাবাদ, ইসলামিক ধর্মান্ধ মৌলবাদী হুঁশিয়ার সহ বিভিন্ন স্লোগানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত শহরের আকাশ বাতাস সরগরম হয়ে ওঠে।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল, ওপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের কানে যেন এই প্রতিবাদের আওয়াজ গিয়ে পৌঁছে। হাজারের অধিক জনতার বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা কুশিয়ারার পাড়ে বিসর্জনঘাটে এসে জমায়েত হয়। এখানে বিভিন্ন বক্তা ওপারে সংগঠিত ঘটনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে দায়ী করেন।

উগ্র মানসিকতাসম্পন্ন মৌলবাদীদের ওপর হাসিনা সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই বলেও বিভিন্ন বক্তা অভিযোগ তুলেন। হাসিনা সরকার তাঁর দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের যদি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করতে পারে, তা-হলে এর ফল ভালো হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে আজকের জমায়েত থেকে। বাংলাদেশি পণ্য বর্জন সহ আমদানি-রফতানি বন্ধ করে দেওয়ারও জোরালো দাবি উত্থাপন করেছেন বিভিন্ন বক্তা।

জেলা অধিবক্তা পরিষদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সংগঠিত ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, ওপারে হিন্দুদের ওপর ইসলামিক ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা অত্যাচার চালাবে, আর এ দেশের হিন্দুরা হাতে চুড়ি পরে বসে থাকবে?

হাসিনা সরকার এবং মৌলবাদীরা যদি এটা ভেবে থাকেন তা-হলে তাঁরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এ দেশের হিন্দুরা 'বাংলাদেশ চলো' অভিযানে নামতে বাধ্য হবেন বলেও চরম হুঁশিয়ারি দেন সুব্রত।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য এ দেশের কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা এবং সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তাদের প্রাণ কেঁদে উঠলেও, বাংলাদেশে বসবাসরত ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হিন্দুদের জন্য তাঁদের বুকে সামান্যতম ব্যথাও অনুভব হয় না বলেও কটাক্ষ করেন সুব্রত ভট্টাচার্য।

আজকের প্রতিবাদী মিছিলে তথাকথিত যে সকল রাজনৈতিক নেতা বুদ্ধিজীবীরা শামিল হননি তাঁদেরকে কাপুরুষ বলে আখ্যা দিয়েছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের অতীত প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সুব্রত বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হয়ে এই নির্যাতনের ধারা ৫১, ৭১, ৭৪-এর পর ২০২১ সালেও অব্যাহত রয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পর-পরই সে দেশের বিখ্যাত রমণা কালীমন্দির ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল ইসলামিক ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদীরা। সে সময় যদি মুজিবুর সরকার উগ্র মৌলবাদীদের শক্ত হাতে প্রতিহত করতেন, তা-হলে আজকের দিনে তাদের শক্তি বাংলাদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারত না।

শেখ-কন্যা হাসিনাও উগ্র মৌলবাদী শক্তি প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন বলেও অভিযোগ তুলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। পাকিস্তান, আফগানিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের উদাহরণ তুলে ধরে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন নুতন কিছু নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র দশ শতাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুরা সুরক্ষিত নন। কোনও সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরান শরীফ দেবতার পায়ের ওপর রেখে দেবে, এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এটা একটা পরিকল্পিত চক্রান্তমূলক ঘটনা, বলেন সুব্রত।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। ইসলামিক ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদীদের এহেন জঘন্য কর্মকাণ্ডে লাগাম টানতে হাসিনা সরকারের কাছে দাবি জানানোর পাশাপাশি উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা নিতে সে দেশের সরকারের কাছে দাবি জানান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনও সংঘর্ষ হয়নি। ইসলামিক ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা একতরফা ভাবে নিরীহ হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করেছে। বাঙালি হিন্দুরা যখন জাতীয় উৎসব দুর্গা পূজা উদযাপনে ব্যস্ত, তখন পরিকল্পিতভাবে কোরান শরীফ অবমাননার নামে পুজো মণ্ডপ, ইসকন মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন সহ হিন্দুদের বিভিন্ন আরাধ্য দেবতার মন্দিরে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর চালিয়েছে উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা। সংখ্যালঘু হিন্দুরা মৌলবাদীদের একতরফা আক্রমণের কোনও প্রত্যুত্তর দেওয়ার সাহস যোগাতে পারেননি। তা-হলে সংঘর্ষ হলো কী ভাবে? এই প্রশ্নও উত্থাপন করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা মিশন রঞ্জন দাস বাংলাদেশে চলমান হিন্দু নির্যাতনের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, ইসলাম ধর্মে শিয়া এবং সুন্নি দুটি সম্প্রদায় রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামিক দেশে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বোমাবাজি, গোলাগুলি, হানাহানির ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু সনাতন ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও, কখনও একে অপরের ওপর হামলা চালায়নি। ইতিহাস এর সাক্ষী। সনাতন ধর্ম শান্তিতে বিশ্বাস করে। উগ্র মানসিকতা-সম্পন্ন লোকদের সনাতন ধর্মে কোনও স্থান নেই। সনাতন ধর্মাবলম্বী কোনও মানুষ দেবতার পায়ের ওপর কোরান শরীফ রেখে দেবে, তা কখনও হতেই পারে না। এটা কোনও মৌলবাদী সংগঠনের কাজ। যাকে ইস্যু করে দাঙ্গা বাঁধিয়ে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালানো এবং মন্দিরে হামলা চালানো যায়। এটাই ছিল উগ্র মানসিকতা-সম্পন্ন ইসলামিক ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের পরিকল্পনা।

হাসিনা সরকারের প্রত্যক্ষ মদতেই মৌলবাদীরা হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালানো সহ পুজো মণ্ডপ, ইসকন মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি স্থলে নির্বিচারে হামলা চালিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। প্রশাসনের মদত না থাকলে তা কোনওভাবেই সম্ভব নয় বলে দীপ্ত কণ্ঠে বলেন বিজেপি নেতা মিশনরঞ্জন দাস। সময় থাকতে হাসিনা সরকার যদি উগ্র মানসিকতা-সম্পন্ন ইসলামিক ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের শক্ত হাতে দমন না করেন, তা-হলে এর কুফল তাঁকে ভুগতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতা মিশনরঞ্জন দাস। বাংলাদেশের সঙ্গে সকল প্রকার ব্যবসায়িক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানান তিনিও। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন, লুটপাট সহ পুজো মণ্ডপ, ইসকন মন্দিরে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর চালানোর প্রতিবাদে বিশ্বহিন্দু পরিষদ আয়োজিত প্রতিবাদী মিছিলে যে সকল তথাকথিত সেকুলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শামিল হননি, তাঁদেরকে তিনিও কাপুরুষের সঙ্গে তুলনা করেন। এদের জাতির কলঙ্ক বলেও অভিহিত করেন মিশন।

মৌলবাদী শক্তি ও বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে এদিন বক্তব্য পেশ করেছেন বিজেপি নেতা অমরেশ রায়, জেলা সংঘচালক নর্মদা চক্রবর্তী, সংঘের জেলা কার্যবাহক মনোজ দাস, বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সহ সম্পাদক বুদ্ধ দাস, পরিষদের নগর সভাপতি শৈলেন্দ্রচন্দ্র দাস, পরিষদের জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগচৌধুরী, করিমগঞ্জ ইসকন মন্দিরের নৃসিংহ মহারাজ, জেলা অধিবক্তা পরিষদ প্রমুখ রবিজিৎ চক্রবর্তী, বজরং দলের জেলা সংযোজক বিশ্বজিৎ বণিক, পৃথ্বীরাজ পাল প্রমুখ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে সাধারণ জনগণের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জাতিসংঘের

মনির হোসেন,ঢাকা,১৮ অক্টোবর।।বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো। পাশাপাশি বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক হামলার স্বাধীন তদন্তেরও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার (১৮ অক্টোবর) এক টুইট বার্তায় তিনি এই আহ্বান জানান। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়েরে ওপর হামলার পর বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যে তিনি প্রথম প্রতিক্রিয়া জানালেন।

মিয়া সেপ্পো লিখেছেন,বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সাম্প্রতিক হামলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ফল যা সংবিধানের মূল্যবোধের পরিপন্থী। এটা থামানো উচিত। আমরা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি একটি নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।

তিনি আরও লিখেছেন, বাংলাদেশ অংশগ্রহণমূলক ও সহনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা জোরদারের প্রয়াসে যুক্ত হতে আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

!! ভয়াবহ নৈরাজ্য !! সরেজমিনে পরিদর্শন রিপোর্ট ঃ এডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক,মহাসচিব-বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট

গত রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক টীম কুমিল্লা ও চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পরিদর্শন করে যে ভয়াবহ চিত্র দেখতে পেলাম তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আক্রমনের সময় নারী ও শিশু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেও দরজা জানালা টীনের বেড়া ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছু তছনছ করা হয়েছে, নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। নারীদের আর্ত চিৎকার, শিশুদের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া, পুজা মন্ডপ শুধু তছনছ না; প্রতিমাগুলোকে মন্ডপ থেকে এনে রাস্তায় ফেলে সমস্ত রকমের অসম্মান করে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুজা মন্ডপের গেট, লাইটিং তছনছ করে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে, কুমিল্লায় একটি মন্দিরের পাথরের শিবলিঙ্গ তুলে নিয়ে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশীরভাগ মন্দিরে প্রতিমার হাত পা মাথা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। কান্দির পাড় মন্দিরের সকল প্রতিমা ভেঙ্গে জলে ফেলে দেয়া হয়েছে। সকাল থেকে দফায় দফায় সারাদিন ধরে তান্ডব চলেছে। কোথাও মন্দিরের গেট ভাঙ্গতে না পেরে মই ব্যবহার করে ভিতরে ঢুকে সব কিছু ধ্বংস করেছে। প্রতিটি মন্ডপের সামনে পুলিশের ফোন নম্বর ঝোলানো আছে। কিন্তু পুলিশকে বার বার ফোন করলেও সারাদিনে পুলিশের দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ করেছেন সকল পুজামন্ডপের কমিটির নেতৃবৃন্দ ও ভক্তরা। ফায়ার সার্ভিসকে ফোন দিলেও কেউ আগুন নেভাতে আসেনি। ঘটনায় শিশু সহ ৩ জন নিহত হয়েছে। পুজা মন্ডপ পাহারারত নিহত মানিক সাহা মাত্র ৮ মাস আগে বিয়ে করেছেন। স্ত্রী ৬ মাসের সন্তান সম্ভবা। প্রতিমা প্রনামরত একজন শিশু আক্রমণকারীদের লাঠির আঘাতে এবং একজন অসুস্থ বৃদ্ধ জানালার ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোর আঘাতে নিহত হয়েছেন। সমস্ত কুমিল্লা শহর এবং চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের বিস্তীর্ন এলাকা শুধুই মন্দির, মন্ডপ, প্রতিমার ধ্বংস্তুপ চোখে পড়ে। মন্দিরের দানবাক্স ভেঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায়, পুকুরে ফেলে দিয়েছে। রাস্তায় বিভিন্ন যানবাহন থামিয়ে হিন্দু মহিলাদের স্বর্ণের গহনা ছিনিয়ে নিয়ে মারধর, শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। বয়স্ক প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন ৭১ সালেও এমন ভয়াবহ অবস্থা চোখে পড়েনি। ঘটনা কুমিল্লা থেকে শুরু হলেও সারাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে, নোয়াখালীর হাতিয়া, চট্টগ্রাম, সিলেট,পার্বত্যচট্টগ্রাম, নড়াইল, চাপাইনবয়াবগঞ্জ, কক্সবাজার, কুড়িগ্রাম, লক্ষীপুর, মৌলভীবাজার সহ বিভিন্ন জেলায়। সমস্ত ঘটনায় শতাধিক পুজা মন্ডপ ধ্বংস করা হয়ে, অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, শত শত মানুষকে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে,শত শত নারীকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। ৩ জন হিন্দুকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। ঘটনার জেরে সারা দেশের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন অনেকে।

আমরা পুলিশের ডিআইজি ও এসপির সাথে কথা বলেছি। তাদেরকে সিরিয়াস বলে মনে হয়নি। বোঝা যায় ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। ঘটনার সাথে রাঘব বোয়ালরা জড়িত আছে। যে কারনে অতীতের চট্টগ্রামের রাউজান ফটিকছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, কক্সবাজার, যশোরের অভয়নগর,কুমিল্লা, নাসিরনগর, ভোলা, খুলনার শিয়ালীর মত এ ঘটনারও ধামাচাপা চাপা দেওয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

দিল্লিতে ডেঙ্গিতে প্রথম মৃত্যু, চলতি বছরে আক্রান্ত ৭২৩ জন

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লিতে করোনা সংক্রমণের হার তুলনায় অনেকটাই কমেছে। কিন্তু তার মানেই যে বিপদ কেটে যাচ্ছে, এমনটাও নয়। চলতি বছর সোমবার ডেঙ্গিতে প্রথম মৃত্যু হল রাজধানী দিল্লিতে। পাশাপাশি চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে ডেঙ্গিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭২৩ জন। শুধুমাত্র অক্টোবর মাসেই নতুন করে দিল্লিতে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮২ জন।

সোমবার একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, চলতি বছর ডেঙ্গিতে প্রথম মৃত্যু হয়েছে দিল্লিতে। এ বছর এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে ডেঙ্গিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭২৩ জন। শুধুমাত্র অক্টোবর মাসেই (১৬ অক্টোবর) নতুন করে দিল্লিতে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮২ জন। ৯ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৮০ জন। ২০১৮ সালের পর এ বছর দিল্লিতে সবথেকে বেশি মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন।

ভারত-বাংলাদেশের তুলনার প্রেক্ষিতে অমর্ত্য সেনকে 'জোকার' বললেন তথাগত রায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশের তুলনার প্রেক্ষিতে অমর্ত্য সেনকে সোমবার 'জোকার' বললেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

"ধর্মীয় ভাবধারায় ভারতের মত সংকীর্ণতা বাংলাদেশে নেই।" ২০১৯-এর ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশের একটি দৈনিকে এই শিরোনামে প্রকাশিত খবর সামাজিক মাধ্যমে এসেছে। সেটি যুক্ত করে তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, ''নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন এই ক্লিপে বলেছেন, "বাংলাদেশ ভারতের মতো ধর্মীয় সংকীর্ণতায় ভুগছে না"। দুর্গাপূজার হিন্দু উৎসবের সময় বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে হিন্দু-বিরোধী নিপীড়ন, হত্যা ও ভাঙচুরের আলোকে আপনি এই জোকারকে কী মনে করেন?" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হলেই জাতীয় নিরাপত্তা আইনে ব্যবস্থা, কৃষকদের সর্তকবার্তা উত্তরপ্রদেশ পুলিশের

লখনউ, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : লখিমপুরের ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অপসারণ চেয়ে আজ সোমবার 'রেল রোকো' আন্দোলনে নামতে চলছেন কৃষকরা। তাঁদের আন্দোলনের জেরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশ-প্রশাসনের। কৃষকদের আন্দোলনে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন যাতে লণ্ডভণ্ড না হয় তার জন্য কড়া মনোভাব দেখিয়েছে পুলিশ। আন্দোলনকারীদের আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হলেই জাতীয় নিরাপত্তা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি লখনউয়ে ১৪৪ ধারাও জারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লখনউ পুলিশ কমিশনারের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রেল রোকো আন্দোলনে যাঁরাই অংশ নেবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাভাবিক কাজকর্ম ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা হলেই পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে লখনউয়ের কৃষক নেতাদের বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হচ্ছে কৃষকদের রেল রোকো কর্মসূচি। চলবে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার তরফে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ থেকে অজয় মিশ্র টেনির অপসারণ এবং গ্রেফতারের দাবিতে দেশ জুড়ে রেল রোকো আন্দোলন ডাকা হয়েছে। এই আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ। রেলের ক্ষয়ক্ষতি বা সম্পত্তি ভাঙচুরের মত কোনও ঘটনা ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করেন কৃষকরা।

বাইক চুরিতে লিপ্ত নাবালক, শোণিতপুরের অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে বমাল গ্রেফতার তিন

তেজপুর (অসম), ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : মোটর বাইক চুরির সঙ্গে এবার জড়িত হয়ে পড়েছে একাংশ নাবালকও। এ ধরনের ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে চারিদুয়ার পুলিশ শোণিতপুর জেলার অসম-অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তবর্তী ভালুকপুঙে দুটি চুরির মোটর বাইক সহ তিনি নাবালক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

গত শনিবার (১৬ অক্টোবর) রাত প্রায় ১২টা নাগাদ চারিদুয়ারের গারোগ্রাম থেকে তালা ভেঙে একটি মোটর বাইক চুরি করেছিল কে বা কারা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চারিদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ভুক্তভোগী।

অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হাতে নিয়ে ভোরের দিকে মোটর বাইক উদ্ধারে অভিযানে নামে চারিদুয়ার থানার পুলিশ। অভিযান চালাতে গিয়ে ভালুকপুং এলাকায় এএস ০১ বিডব্লিউ ৬০২০ এবং এএস ১১ জি ৬৮৩৭ নম্বরের দুটি মোটর বাইক নিয়ে তিন নাবালক অরুণাচল প্রদেশের দিকে যাচ্ছে দেখে তাদের গতিরোধ করে পুলিশের অভিযানকারী দল।

পরবর্তীতে দুটি চুরির বাইক সহ তাদের থানায় নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে চারিয়ুদায় থানায় উপযুক্ত ধারা বলবৎ করে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, ধৃত তিন বাইক চোরের বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর। তাদের জুবিনাইল আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত তিন বাইক চোরকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে। তিনি জানান, তিন চোরের একজন ভালুকপুং এবং বাকি দুজন অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা।

হিন্দুস্থান সমাচার / বিধান / সমীপ

সুরাটে প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে আগুনে মৃত দুই, রক্ষা পেলেন বহু মানুষ

সুরাট, ১৮ অক্টোবর (.হি.স.): গুজরাটের সুরাটে প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন দু'জন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বহু মানুষ। কমপক্ষে ১২৫ জনকে ওই ফ্যাক্টরিতে থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার ভোরে সুরাটের কাদোদরার ভারেলি গ্রামে অবস্থিত একটি প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। ফ্যাক্টরির ভিতরে দাহ্য পদার্থ প্রচুর পরিমানে মজুত ছিল, তাই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। ততক্ষণে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। হাইড্রোলিক ক্রেনের সাহায্যে প্রথমেই ওই ফ্যাক্টরিতে থেকে কমপক্ষে ১২৫ জন কর্মীকে উদ্ধার করা হয়। একইসঙ্গে চলতে থাকে আগুন নেভানোর কাজ। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পরে ওই ফ্যাক্টরি থেকে দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বারদোলি ডিভিশনের ডেপুটি এসপি রূপল সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, ফ্যাক্টরিতে আগুনে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ও ১২৫ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

বিরামহীন বৃষ্টি চলছেই, আগামী ২৪ ঘন্টা বর্ষণ থেকে রেহাই নেই বঙ্গবাসীর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): সেই যে রবিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বর্ষণ থামার আর কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। সারারাত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি তো হয়েছেই, অবিরাম বৃষ্টি চলছে সোমবারও। কলকাতায় বৃষ্টির বেগ খুব বেশি না হলেও, জেলায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে সোমবারও। সকাল থেকেই আকাশের মুখ যথারীতি ভার। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘন্টা এভাবেই বৃষ্টি চলবে। প্রবল বর্ষণে নিচু জায়গাগুলিতে ইতিমধ্যেই জল জমে গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পুকুরের জল রাস্তা ডুবিয়ে দিয়েছে। চাষের জমিতে নষ্ট হয়েছে ফসল। সোমবার কলকাতা ছাড়াও উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া ও হুগলিতে বৃষ্টি হয়েছে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে জোড়া নিম্নচাপের জেরেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় ১৫.৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আগামী কয়েক দিনও বৃষ্টির থেকে রেহাই নেই। বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ১৮ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গেও। হিন্দুস্থান সমাচার।

এলএনজেপি হাসপাতালের সেমিনার রুমে আগুন, দমকলের তৎপরতায় দ্রুত আয়ত্তে

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): গভীর রাতে আগুন-আতঙ্ক দিল্লির লোক নায়েক জয় প্রকাশ নারায়ণ (এলএনজেপি) হাসপাতালে। রবিবার গভীর রাত ১২.২০ মিনিটের একটু আগে এলএনজেপি হাসপাতালের গ্রাউন্ড রুমে অবস্থিত সেমিনার রুমে আগুন লাগে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে অবস্থিত সেমিনার রুমে চার্জিং যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি, তোশক এবং অন্যান্য জিনিসে আগুন লাগে। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, রাত ১২.২০ মিনিট নাগাদ দমকলে ফোন করে জানানো হয় এলএনজেপি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে অবস্থিত সেমিনার রুমে আগুন লেগেছে। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। সোমবার ভোররাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, হতাহতেরও খবর নেই। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বদ্রীনাথের উপরের পাহাড়ে তুষারপাত, বৃষ্টির শঙ্কায় বন্ধ তীর্থযাত্রা

চামোলি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারী বৃষ্টির "লাল সতর্কতা"-র মধ্যেই তুষারপাত হল বদ্রীনাথ মন্দির সংলগ্ন পাহাড়ে। সোমবার সকালে বদ্রীনাথ মন্দিরের উপরের পাহাড়ে ব্যাপক তুষারপাত হয়। সাদা বরফে ঢাকা পড়ে যায় পাহাড়। তুষারপাতের সৌজন্যে ঠান্ডাও বেড়েছে বদ্রীনাথে। তবে, প্রকৃতির অপরূপ এই সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে পারেননি তীর্থযাত্রীরা। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় এদিন বন্ধ রয়েছে বদ্রীনাথ তীর্থযাত্রা।

সোমবার উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস মতোই এদিন সকালে প্রবল বৃষ্টি হয় চামোলি জেলার সর্বত্র। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এদিনের জন্য বন্ধ ছিল বদ্রীনাথ যাত্রা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

চোখে মুখে শুধুই আতঙ্ক! কাশ্মীর ছাড়ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

শ্রীনগর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সময়ে বারবার জঙ্গি হামলার শিকার হচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের রক্তে রক্তাক্ত হচ্ছে ভূস্বর্গ। তাই এবার আতঙ্কে কাশ্মীর ছাড়ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। সোমবার সকালেই শ্রীনগর থেকে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বহু পরিযায়ী শ্রমিকরা। কারও বাড়ি বিহার, তো কেউ রাজস্থানের বাসিন্দা। রাজস্থানের একজন পরিযায়ী শ্রমিক জানিয়েছেন, 'পরিস্থিতির ধীরে ধীরে ভয়াল হয়ে উঠছে। আমরা ভীত। সন্তানরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তাই আমরা নিজেদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ১৭ অক্টোবরই দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে দুই বিহারি শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তৃতীয়বার কাশ্মীরে আক্রান্ত হয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। চলতি মাসে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ১১ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কাশ্মীরে এসেছিলেন বহু পরিযায়ী শ্রমিক। কেউ ফুচকা বিক্রি করতেন, কেউ অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলায় সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত্র। তাই পরিবারকে নিয়ে সকলেই ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের বাড়িতে।

ভারী বৃষ্টি দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে জল জমল রাস্তা ও বাজারে

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারী বৃষ্টিতে ফের বেহাল হল রাজধানী দিল্লি। তবে, বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম পরিবেশও হল ফিরল রাজধানীতে। রবিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি হয় দিল্লিতে। ভারী বৃষ্টির জেরে জল জমে রাস্তায়। রাস্তার জল দ্রুত নেমে গেলেও, সোমবার সকালেও জল জমে থাকে দিল্লির গাজীপুর ফল ও সবজি মার্কেটে। হাঁটু জলেই বাজার করতে দেখা যায় মানুষজনকে। বৃষ্টির জেরে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায় দিল্লির তাপমাত্রা।

শুধুমাত্র দিল্লি নয়, রাতভর বৃষ্টি হয় পশ্চিম উত্তর প্রদেশেও। গৌতম বুদ্ধ নগরের সেক্টর ৩৯-এ চিফ মেডিক্যাল অফিসারের সরকারি বাড়িও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সোমবার বৃষ্টি হয় উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে স্বাগত জানালেন তসলিমা নাসরিন

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে স্বাগত জানালেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সোমবার তিনি ফেসবুকে একটি ভিডিও আপলোড করে লিখেছেন, "হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে হিন্দু এবং অসাম্প্রদায়িক মানুষের বিশাল প্রতিবাদ চট্টগ্রামে। প্রতিবাদ দেখতেও ভালো লাগে।" ৬ ঘন্টায় ১৪ হাজার নেটানাগরিক সেটি দেখেছেন। লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার করেছেন অনেকে।

অদিতি দাস প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, ''প্রতিবাদ মানেই শুভ কিছুর সূচনা।'' সাধন বিশ্বাস লিখেছেন, ''ভিডিও ফুটেজটি দেখে বোঝা গেল না ঠিক তারা কি বলছে। এটি বাংলাদেশের বর্তমান জ্বলন্ত ইস্যুতে কিনা সেটাও বোঝার উপায় নেই।'' তবে মিছিলের জনতা যে "ধার্মিক" চেহারায় নেই, "মানুষ" এর মতো দেখতে, তাই বুঝা যায়, কোন একটা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য মিছিল। এমন মিছিল দেখলে সত্যিই ভালো আশা জাগে।'' মীর মোনাজ হক লিখেছেন, ''তিন দিন থেকে বুদ্ধিজীবীদের টক"শো তে প্রলাপ দেখে মনে হয়েছিলো যে তারা প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গেছে, চট্টগ্রামে এই প্রতিবাদ মিছিল দেখে প্রগতিশীলতার প্রতি বিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে।'' চৈতালী সূত্রধর লিখেছেন, ''কলকাতায়ও এমন প্রতিবাদ হওয়া দরকার।'' রক্তিম জয় লিখেছেন, "যারা হাসে তারা মুসলমান।'' শাহদাত শাওন লিখেছেন, "মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মানুষ।'' আতায়ুর রহমান আজাদ লিখেছেন, "রংপুর জ্বলছে।'' হিমেল ঘোষ লিখেছেন, "আপনার ফেসবুক ফলোয়ার প্রচুর সাম্প্রদায়িক লোক আছে, তাদের এই অট্টহাসি রিয়্যাক্ট দেখলেই বোঝা যায়। এছাড়া আমি যখনই আপনার কোনো পোস্টে কমেন্ট করি, কিছু ওরম এসে আমার কমেন্ট এও হেসে যাবে।" আরিফ মেহবুব লিখেছেন, ''প্রতিবাদ মানেই আশার আলো।'' আলপনা জাহান সানি লিখেছেন, "প্রতিবাদ দেখতে ভালো লাগে। আমার মনে হয়,প্রতিবাদে নামতে আরো ভালো লাগে। বিশেষ করে,নিজেকে নিয়ে গর্ব করার মত কাজ।"

ইটাহারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বিজেপি নেতার, শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর

ইটাহার, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন বিজেপি-র উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব মোর্চার সহ-সভাপতি মিঠুন ঘোষ। রবিবার রাতে বাড়ির বাইরেই মিঠুনকে গুলি করে আততায়ীরা। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা মিঠুনকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও মিঠুনের পরিবার সূত্রের খবর, রবিবার রাত দশটা নাগাদ ইটাহার থানা এলাকায় রাজগ্রামে বাড়ির সামনেই গুলিবিদ্ধ হন মিঠুন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মিঠুনের পরিবার ও বিজেপি-র অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করেছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি-র উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার অভিযোগ করেন, ''মিঠুন এক জন লড়াকু নেতা ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ রোধ করে বিজেপি-র আন্দোলনকে উত্তর দিনাজপুরে থামিয়ে দেওয়ার জন্য তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মিঠুনকে খুন করেছে।' অন্যদিকে রায়গঞ্জ পুরসভার উপ-পৌরপতি তথা তৃণমূল নেতা অরিন্দম সরকার বলেন, ''এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। আমরা সঠিক ভাবে জানতে পারিনি কী হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।' মিঠুনকে গুলি করার ঘটনায় নাম জড়িয়েছে সুকুমার ঘোষ ও সন্তোষ মহান্ত নামের দুই যুবকের। ইতিমধ্যেই সন্তোষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার আর্ষ বর্মা বলেন, ''অভিযুক্ত দু'জনেই মিঠুনের পরিচিত। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন।' রাতে বাড়ির বাইরে সুকুমার ও সন্তোষকে দাঁড় করিয়ে মিঠুন বাড়ি থেকে দু'টি অস্ত্র এনে দেখান। তখনই অসাবধানতায় সুকুমারের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে মিঠুনের গায়ে লাগে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।"

দলীয় কর্মীর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে আগরতলায় পুলিশ হেডকোর্য়াটারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তৃণমূল সমর্থকরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণেণ মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন।

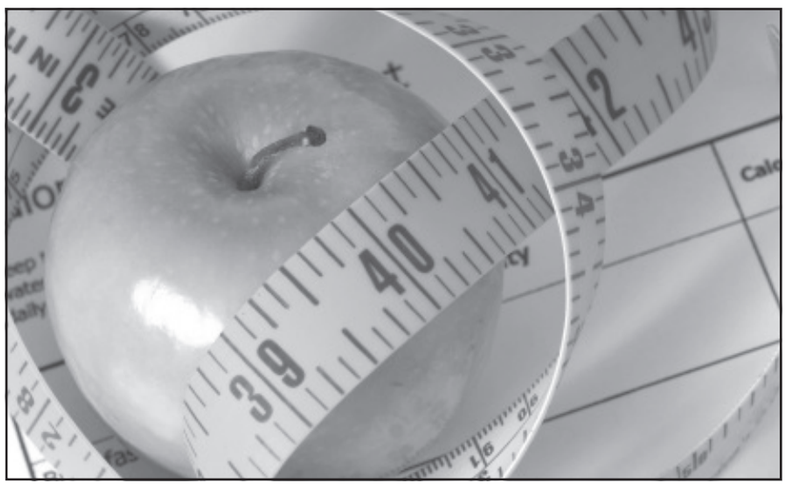

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন।

গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি.ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড় ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে। প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এ মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে।য তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে। পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যাদি। দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুই নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

টেট পরীক্ষার্থীরা শিক্ষা ভবনে বিভিন্ন দাবিতে ধর্নায় বসেন সোমবার। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ‘সম্প্রীতি সমাবেশ ও শান্তি শোভাযাত্রা’ আজ

মনির হোসেন,ঢাকা,১৮ অক্টোবর।। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আজ মঙ্গলবার ”সম্প্রীতি সমাবেশ ও শান্তি শোভাযাত্রা” কর্মসূচি পালন করবে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ। আওয়ামীলীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো দেশের সব জেলা, মহানগর, উপজেলায় এই কর্মসূচি পালন করবে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সকাল ১১টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ”সম্প্রীতি সমাবেশ ও শান্তি শোভাযাত্রা” কর্মসূচি পালন করা হবে। সোমবার সন্ধ্যায় ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক জরুরি সভা শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এছাড়াও দলটির জাতীয় নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই জরুরি সভায় যুক্ত ছিলেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির তৎপরতা প্রতিরোধ করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ যখন বিশ্বসভায় একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক সে সময়ে একটি চিহ্নিত মহল পরিকল্পিতভাবে দেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। সরকার ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করেছে। ইতোমধ্যে অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে এবং বাকীদেরও আইনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সরকার পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে এবং এই ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড় মো. আব্দুর রাজ্জাক, জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ, আ. ফ. ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বি. এম মোজাম্মেল হক, এস. এম কামাল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য আনোয়ার হোসেন, সাহাবুদ্দিন ফরাজী, সৈয়দ আবদুল আউয়াল শামীম।

“উনি পারবেন, উনিই পারবেন“, শেখ হাসিনার প্রতি পূর্ণ আস্থা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স)। বাংলাদেশে অশান্তি দমনে ফের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি পূর্ণ আস্থা জানালেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সোমবার তথাগতবাবু লিখেছেন, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জানালেন “গত কয়েক দিনের হামলার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। দেশের শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাওয়া কিছু কায়েমি স্বার্থের মানুষ এই কাজ করছে। তবে পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।” হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই চার হাজারেরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ’।

এই কথা বিশ্বাসযোগ্য। কারণ হিন্দুদের আঘাত করার পিছনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কোনো স্বার্থ থাকতে পারে না। তবে আওয়ামী লীগের ভিতরেই মৌলবাদী হিন্দুবিরোধী, বা হিন্দুর সম্পত্তির জন্য লোভাতুর মানুষের কোনো অভাব নেই, যেমনি বিজেপির মধ্যে বিজেপি-বিরোধী বা নারী-লোভাতুর লোকের কোনো অভাব নেই। আওয়ামী লীগের সঙ্গে হেফাজতে ইসলাম-সদৃশ কিছু মৌলবাদী গোষ্ঠী জুড়ে আছে, তারাও যতরকমভাবে সম্ভব, আওয়ামী লীগকে মৌলবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।সব দোষ সত্ত্বেও শেষ বিচারে হিন্দুদের পক্ষে সবচেয়ে ভরসার মানুষ শেখ হাসিনা-ই, আর কেউ নন। ওঁর উচিত শক্ত হাতে এই সব অপশক্তির মোকাবিলা করা। এবং আমার বিশ্বাস, উনি তা পারবেন। গ্রেনেড হামলার থেকে বেঁচে গেছেন, বিডিআর-বিদ্রোহও দমন করেছেন। উনি পারবেন, উনিই পারবেন।“

‘হিন্দু গ্রাম পুড়ছে আর প্রধানমন্ত্রী বাঁশি বাজাচ্ছেন’, হাসিনাকে তীব্র কটাক্ষ তসলিমার

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : দুর্গাপুজোর সময় বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন শুরু হওয়ার সময় থেকেই বারবার সরব হয়েছেন তসলিমা। এবার সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আক্রমণ করলেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। সোমবার নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, রবিবার রংপুরের পীরগঞ্জে যখন দু’টি হিন্দু গ্রাম পুড়ছিল। তখন শেখ হাসিনা বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। সোমবার সকাল থেকেই তিনি ঘটা করে নিজের ছোটভাই রাসেলের জন্মবার্ষিকী পালন করছেন। হিন্দুদের দুরাবস্থার মাঝে তাঁর ‘শেখ রাসেল ডে’ পালন করা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন তসলিমা।

মহাষ্টমীর দিন থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের টানা আক্রমণ হয়েই চলেছে বাংলাদেশে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এবার সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আক্রমণ করলেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। সোমবার নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কাল রাতে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন যখন রংপুরের পীরগঞ্জে দুটো হিন্দু গ্রাম পুড়ছিল। আজ সকাল থেকেই তিনি তাঁর ছোট ভাই শেখ রাসেলের জন্ম বার্ষিকী খুব ঘটা করে পালন করছেন। আজকের দিনটি তো আবার যে সে দিন নয়, রীতিমত ‘শেখ রাসেল ডে’। সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে এই ‘ডে’। হিন্দুরা গৃহহীন পড়ে আছে, বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে, পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। শেখ রাসেলের বয়সী কত কত বালক আজ ধ্বংসস্তূপের সামনে বসে অনাহারে কাটাবে, বংশীবাদকের কি সময় হবে তার খোঁজ নেওয়ার?’-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

দুর্গামণ্ডপে হামলা পূর্বপরিকল্পিত, জানালেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : বাংলাদেশের দুর্গোৎসবে মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর-সহ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে লুটপাট কাণ্ডে কার্যত মুখ পুড়েছে সরকারে ক্ষমতাসীন দলের। যদিও দ্রুত ড্যামেজ কন্টোলে নেমে দোষী সন্দেহে অনেককে ধরপাকড় করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে এবার বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের দাবি, পূর্ব পরিকল্পিতভাবেই বাংলাদেশের পুজো মণ্ডপে হামলা চালানো হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল বলে জানালেন।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মতে, “গত কয়েক দিনের হামলার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। দেশের শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাওয়া কিছু কায়েমী স্বার্থের মানুষ এই কাজ করছে। তবে পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।” হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই চার হাজারেরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত বুধবার অর্থাৎ অষ্টমীর রাতে বাংলাদেশের একাধিক পুজোমণ্ডপে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশাসন। এদিকে, মণ্ডপে হামলার ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লেখেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে এর মাঝে শুক্রবার নোয়াখালি জেলার ইসকন মন্দিরে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। কোরান ‘অবমাননার’ অভিযোগে হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানটিতে ভাঙচুর চলে। ইসকন মন্দিরের পরিকাঠামোর বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। শুধু তাই নয়, পার্থ দাস নামের মন্দিরের এক সদস্যকে খুন করে হামলাকারীরা।

করোনা আক্রান্ত পূজা বেদী

মুম্বই, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : নিজের শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে টিকা নেননি অভিনেত্রী পূজা বেদী। তবে সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে তিনি একটি পোস্ট করে জানান, ‘আমি কোভিড পজিটিভ। আমি টিকা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঠিক হওয়ার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করছি আমি। আপনার নিজের জন্য যা ঠিক বলে মনে হয় তাই করবেন। প্যানিক করার কিছু নেই।’ পূজা আরও জানান, এই মুহূর্তে যা যা করণীয় তার সবকিছুই মেনে চলছেন তিনি। আয়ুর্বেদের উপর ভরসা রাখছেন। ফল খাচ্ছেন বেশি করে, নিচ্ছেন ভাপ। এ ছাড়াও এই মুহূর্তে আখের রস খাচ্ছে ঘনঘন। পূজার প্রেমিক এবং পরিচারিকাও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।পূজার করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসা মাত্রই শ্রুতি শেঠ, নফিসা আলি সোধি, সচিন শ্রফের মত একাধিক বলি তারকা তাঁর দ্রুত আরোগ্যের কামনা করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সৌরভদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, এনসিএ-র প্রধান হিসেবে বসতে নারাজ লক্ষ্মণ

মুম্বই, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : রাহুল দ্রাবিড় জাতীয় দলের হেড কোচের পদে বসছেন। দুই বছরের জন্য টিম ইন্ডিয়ার হেড স্যারের পদে দ্রাবিড় চূড়ান্ত। সরকারি ঘোষণাই কেবল বাকি। তবে জাতীয় দলের হেড কোচের পদে বসলে দ্রাবিড়কে এনসিএ-র হেড হিসাবে পদত্যাগ করতে হবে। আর দ্রাবিড়ের পরে এনসিএ-র প্রধান হিসেবে বোর্ডের পছন্দ ছিল ভিভিএস লক্ষ্মণ। তবে লক্ষ্মণ বোর্ডের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটের হেভিওয়েট ব্যক্তিকেই এনসিএ-র প্রধান হিসেবে বসানোর পরিকল্পনা ছিল বোর্ডের। সেক্ষেত্রে লক্ষ্মণকেই পছন্দ ছিল বোর্ডের। লক্ষ্মণের টেস্ট কেরিয়ার বেশ আকর্ষণীয়। ১৩৪ ম্যাচে ১৭ সেঞ্চুরি সমেত লক্ষ্মণ মোট ৮৭৮১ রান হাঁকিয়েছেন। এমনিতে লক্ষ্মণ বর্তমানে বাংলার ব্যাটিং উপদেষ্টা। আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদেরও মেন্টর তিনি। লক্ষ্মণের প্রত্যাখানের পরে বোর্ড আপাতত এনসিএ-র প্রধান পদে নতুন করে সন্ধান জারি রেখেছে।

মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে সাতটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ, মৃত্যু ৩ জনের

মুম্বই, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের উপর খোপোলির কাছে সাতটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৩ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ মুরগি নিয়ে যাওয়া একটি গাড়ি প্রথমে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এরপর বেশ কয়েকটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে-অপরের সঙ্গে ধাক্কা মারে। খবর পাওয়া মাত্রই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় মোট ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভূমিকম্পে কাঁপল নেপাল, সিন্ধুপালচকে ৪.৭ ও ৪.০ তীব্রতার কম্পন

কাঠমান্ডু, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): পরপর দু”বার হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। নেপালের সময় অনুযায়ী, প্রথমে দুপুর ১.৪৬ মিনিট নাগাদ ৪.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এরপর ৩.২৩ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার কম্পন টের পাওয়া যায়।

নেপালের ভূতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছে, ৪.৭ তীব্রতার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল সিন্ধুপালচকের পাংফুঙয়ে এবং ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল সিন্ধুপালচকের হাগামে। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

রেল রোকো কর্মসূচি পঞ্জাব ও হরিয়ানায়, যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে

চন্ডীগড়, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরির ঘটনার প্রতিবাদে কৃষক সংগঠনের ডাকা ”রেল রোকো” আন্দোলনের ভালই প্রভাব লক্ষ্য করা গেল পঞ্জাব ও হরিয়ানায়। প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কেউ সোমবার গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি, কেউ গন্তব্যে পৌঁছেছেন অনেক দেরিতে। উত্তর রেলওয়ে জোনের ১৩০টি স্থানে ”রেল রোকো” আন্দোলনের জেরে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে, ৫০টি ট্রেন দেরিতে চলেছে। লখিমপুর খেরির ঘটনায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রকে বরখাস্ত ও গ্রেফতার করার দাবিতে সোমবার ৬ ঘন্টার জন্য ”রেল রোকো” আন্দোলন চালিয়ে যায় সংযুক্ত কিসান মোর্চা।

পঞ্জাবের লুধিয়ানা, অমৃতসর, জলন্ধর, মোগা, পাটিয়ালা ও ফিরোজপুর এবং হরিয়ানার চারখি দাদরি, সোনিপত, কুরুক্ষেত্র, জিন্দ, কার্নাল ও হিসারে রেললাইনে বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আন্দোলনকারীরা। ”রেল রোকো” আন্দোলন চলে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। চন্ডীগড়গামী ট্রেন আটকে পড়ে দাপ্পার স্টেশনে, যাত্রীরা এদিন ভোগান্তিতে পড়েন।

সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রতিরোধের ডাক বাংলাদেশের ২৫ বিশিষ্ট নাগরিকের

মনির হোসেন,ঢাকা,১৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানিয়েছেন লেখক, অধ্যাপক, মানবাধিকারকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শীর্ষস্থানীয় বাংলাদেশের ২৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক। সোমবার এক বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও জনসমাজকে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। অবিলম্বে মন্দির, পূজামণ্ডপ ও হিন্দু বসতিতে হামলায় জড়িত এবং এর পেছনের হোতাদের চিহ্নিত, গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতেরও দাবি করেছেন বিশিষ্ট এই নাগরিকেরা। পাশাপাশি নিরাপত্তা দিতে প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল, সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি সারোয়ার আলি, সাবেক বিএমএ সভাপতি রশিদ ই মাহবুব, নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, শিক্ষাবিদ আবুল মোমেন, অধ্যাপিকা মাহুজা খানম, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ সেলিম জাহান, সিপিডির ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডির ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম, নিজেরা করির সভানেত্রী খুশী কবীর, সাবেক ইউজিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি আবুল বারকাত, অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক এ এন রাশেদা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য তাজুল ইসলাম, অধ্যাপক সুশান্ত কুমার দাশ, অধ্যাপক বদিউর রহমান, অধ্যাপক কাবেরী গায়েন, বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদ সেলিম, চিকিৎসক ও খেলাঘরের নেতা লেনিন চৌধুরী ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আইনজীবী হাসান তারিক চৌধুরী।

বিশিষ্ট নাগরিকদের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ করলাম যে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারল না। বিভিন্ন পূজামণ্ডপে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, বাড়িঘরে হামলা করে এমন এক ভীতিকর ন্যক্কারজনক পরিবেশ তৈরি করা হলো, যা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশে কারোর জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।’

১৩ অক্টোবর কুমিল্লায় পূজামণ্ডপে পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগ তুলে হামলা করে একদল মানুষ। এর জেরে কয়েক দিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পূজামণ্ডপ, মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িতে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। পুরো ঘটনাকে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। বিশিষ্ট নাগরিকেরা বলেছেন, অতীতেও দেখা গেছে, নানা সময়ে ধর্মকে ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়িয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হামলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ফায়দা লোটা হয়েছে। সেসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দেওয়া হয়নি। এমনকি কোথাও কোথাও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই বিচারহীনতা আবার অপরাধ সংঘটিত করতে মদদ জুগিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ধর্মকে অপব্যবহারের যেকোনো ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিদ্বেষী সব অপশক্তিকে প্রশ্রয় না দেওয়া, জঙ্গি ধর্মভিত্তিক শক্তির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নেতা গোবিন্দ প্রামাণিকের গ্রেপ্তার দাবি করলেন জাতীয় সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন

মনির হোসেন,ঢাকা,১৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিকের গ্রেপ্তার দাবি করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কুমিল্লা-৬ আসনের সাংসদ ও কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহাউদ্দিন। সোমবার বিকেলে কুমিল্লার টাউন হল মাঠে মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত ‘সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে সম্প্রীতির পক্ষে গণ জমায়েত’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এই দাবি জানান। সাংসদ আ ক ম বাহাউদ্দিন বলেন, গোবিন্দ প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করতে হবে। তাঁকে গ্রেপ্তার করলেই কারা পূজামণ্ডপে হামলা করেছে, তা বেরিয়ে আসবে। তিনি সারা দেশের মানুষকে উসকে দিচ্ছেন। কুমিল্লায় সব ধর্মের মানুষের একসঙ্গে বসবাস উল্লেখ করে সাংসদ বলেন, ‘এখানে সবার মধ্যে সম্প্রীতি আছে। যাঁরা চক্রান্ত করেছেন, তাঁদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রশাসনের দায়বদ্ধতা আছে। আমরাও তাঁদের সঙ্গে কাজ করব। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।’ কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও কুমিল্লার আদালতের সরকারি কেঁসুলি (পিপি) বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরফানুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুর রহমান, আতিকউল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক চিত্তরঞ্জন ভৌমিক, কুমিল্লা মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক ও কুমিল্লা জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জি এস সহিদ প্রমুখ বক্তব্য দেন। এর আগে নগরের ২৭টি ওয়ার্ড থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে দলটির নেতা-কর্মীরা কুমিল্লা টাউন হল মাঠে জড়ো হন। এ প্রসঙ্গে সাংসদ আ ক ম বাহাউদ্দিন গনমাধ্যমকে বলেন, ‘গোবিন্দ প্রামাণিক পূজামণ্ডপে হামলার পর কুমিল্লায় এসেছেন। কে কে এই কাজ করেছেন, তা তিনি বিভিন্ন মন্দির ও মণ্ডপে গিয়ে বলেছেন। তিনি সারা দেশের এজেন্ট। তাঁকে ধরলে সব বেরিয়ে আসবে। আমি ইউটিউবে দেখেছি, গোবিন্দ প্রামাণিক কুমিল্লা নিয়ে কথা বলেছেন। তাই আমি আজকের টাউন হলের গণজমায়েত অনুষ্ঠানে তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি।’

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক গনমাধ্যমকে বলেন, উনি এলাকার সাংসদ, ওই এলাকার জনগনকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর। এলাকার লোকজন বলেছেন, সাংসদ এতটাই প্রভাবশালী যে বিএনপি—জামায়াত মানববন্ধন করতে পারে না। এই অবস্থায় উনার অবহেলা ছাড়া এ ঘটনা ঘটতে পারে না। প্রসঙ্গত, কুমিল্লায় পবিত্র কোরআন অবমাননার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুমিল্লার বিভিন্ন মন্দির ও পূজামণ্ডপে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৫টি মামলায় ৬২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৫০০ জনকে আসামি করা হয়। এসব মামলায় পুলিশ এ পর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এমন ভয়ংকর রাত যেন কারও জীবনে না আসে’: রংপুরের হরিদাস রায়

মনির হোসেন, ঢাকা, ১৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশের রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বড়করিমপুর গ্রামের হরিদাস রায় (৫০) বলেন,আমার জীবনের ভয়ংকর রাত কেটেছে রোববার। ভাবলে এখনো গা শিউরে উঠছে। এমন ভয়ংকর রাত যেন কারও জীবনে না আসে। তিনি এভাবেই তাঁদের গ্রামে দুর্বৃত্তদের হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের সময়ের কথা বলছিলেন।

হরিদাস রায় বলেন, ‘রাতে যখন পাশের বাড়িতে হামলা হয়, তখন তিন বছরের নাতি সার্থক রায় ও অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পাশের ধানখেতে ঢুকে পড়ি। স্ত্রীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে নাতিকে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। শুধু শোরগোল কানে বাজছিল। একসময় কে যেন টর্চ জ্বালায় ধানখেতের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে অবুঝ নাতির কাশি শুরু হলে তার মুখ চেপে ভগবানের নাম জপতে থাকি। এভাবে অন্ধকারে কেটে যায় অনেকটা সময়। এরপর মাইকে শুনতে পাই, কে যেন বলছেন , আমরা প্রশাসনের লোক, আপনারা কেউ কোথাও লুকিয়ে থাকলে বাইরে আসেন। আর কোনো সমস্যা নেই। পরে একটু মাথা উঁচু করে দেখি পুলিশ মাইকিং করছে। তখন বাসায় ফিরেছি।’

গত রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে ওই গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এ সময় প্রাণ বাঁচাতে ওই গ্রামের হরিদাসের মতো অনেকের রাতের বেশির ভাগ সময় কেটেছে জঙ্গলে কিংবা ধানখেতে। ওই গ্রামের রানীবালা (৩৫) বলেন, ‘যখন বুঝলাম গ্রামে হামলা হয়েছে, তখন আমার ক্লাস এইটের ছেলে গৌতম রায়কে নিয়ে পাশের ধানখেতের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। শরীর চুলকাতে থাকে। তারপরও কষ্ট করে শুয়ে থাকি। স্যাররা (পুলিশ) মাইকে ডাকলে ভোরে বের হয়ে বাড়িতে এসে দেখি, ঘরে আগুন জ্বলছে। জীবনে এমন কষ্টের দিন আসবে, কোনো দিন ভাবিনি।’

কণিকা রানী বলেন, ‘মোর ছইলটা হাইস্কুলে পড়ে। হঠাৎ করি রাইতোত ২০-২৫ জন লোক বাড়িত ঢুকিয়া মোক ধাক্কা মারে। ছইল আন্দারোত (অন্ধকারে) কোনটে পালেয়া যায় জানো না। মুই যায়া ঝাড়ের ভেতর ঢুকি দ্যাখো আরও চারজন নুকিয়া আছে। পরে পুলিশ আসলে হামরা ঝাড় থাকি বেরাই। সকালে ছইলটা বেরাইচে। ধানবাড়িত নুকিয়া আছিল।’

হামলাকারীদের ভয়ে ধানখেতে কিংবা জঙ্গলে রাত কাটানোর এমন বর্ণনা দিয়েছেন ওই গ্রামের মিনতি রানী, দেবদাস রায়, নিরঞ্জন রায়সহ অন্তত ১৫ জন। রামনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাদেকুল ইসলাম বলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আদলে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ওই গ্রামে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই সবকিছু পুড়ে যায়। গত রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ওই গ্রামে উত্তেজিত জনতা হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি মন্দিরে ও বসতবাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে পুড়ে যায় ২১টি ঘরসহ ধান, চাল, আসবাব, ঘরে থাকা জামাকাপড়সহ প্রয়োজনীয় সবকিছু।

আগরতলায় পালিত হল শেখ রাসেল দিবস

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'শেখ রাসেল দিবস' উদযাপন করা হয়েছে। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের উদ্যোগে সোমবার, সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর জন্মদিন স্মরণে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ সহ শেখ রাসেলসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদাৎ বরণকারী সকল সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ প্রার্থনা/ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শেখ রাসেলের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্রসমূহ প্রদর্শন,আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ রাসেলের শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যসহ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন মিশনের প্রথম সচিব জনাব মোঃ রেজাউল হক চৌধুরী প্রমুখ।

সহকারী হাইকমিশনার জনাব মোহাম্মদ জোবায়ের হোসেন তাঁর সমাপনী বক্তব্যে গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদকে।

শেখ রাসেল দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সিভিল সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আগরতলা মিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট শ্রেণী-পেশার মানুষ মাস্ক পরিধান করে যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন অত্র মিশনের প্রথম সচিব (স্থানীয়) ও দুতালয় প্রধান জনাব এস. এম. আসাদুজ্জামান।

বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে চলছে অরাজকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে চলছে অরাজকতা। প্রতিনিয়ত নানা অভিযোগ উঠল এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত উঠেছে বেশ কিছু অভিযোগ। শিশু বিক্রি সহ বিলিতি মদের আসর নানান কুকর্ম কাজ। অন্যদিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অভিযোগ উঠছে স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্বে থাকা এসডিএমওজ্যোতির্ময় দাসের বিরুদ্ধে।

মহকুমা হাসপাতালের ইমারজেন্সি রুমে কম্পিউটার থেকে রেম চুরি করে নিয়ে যায়। প্রশ্ন উঠছে, ইমার্জেন্সি রুমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ছাড়া কোন লোক প্রবেশ করতে পারেনা। কিভাবে ইমারজেন্সি রুম থেকে কম্পিউটার থেকে চুরি হয়ে গেল রেম। এই দৃশ্য দেখে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর এবং রোগীর আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা এসডিএমও জ্যোতির্ময় দাস এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করতে দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে বদলি করা হোক এই গুণধর এসডিএমওকে।

এখন দেখার বিষয় স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্বে থাকা জ্যোতির্ময় দাসের বিরুদ্ধে কি ভূমিকা পালন করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এডিসিতে মনোনীত সদস্যরা শপথ নিলেন

খুমুলুঙ, ১৮ অক্টোবর ।। সোমবার খুমুলুঙস্থিত পরিষদীয় ভবনে রাজ্যপাল মনোনীত দুইজন এডিসি'র নতুন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। এই মনোনীত সদস্যদের মধ্যে বিদ্যুৎ দেববর্মা ককবরকে এবং শিবসেন কাইপেঙ বাংলায় শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্যপাঠ করান চেয়ারম্যান জগদীশ দেবর্মা। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদীয় সচিব কেশব দেববর্মা। এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, উপমুখ্য নির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, ভূমিলেখ্য ও বন্দোবস্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, বিরোধী দলের নেতা হংস কুমার ত্রিপুরা, মুখ্য সচেতক তথা এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, এমডিসি অনন্ত দেববর্মা, এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা, এমডিসি গনেশ দেববর্মা, এমডিসি স্বপ্নারানি দাস, এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি বিমলকান্তি চাকমা, এমডিসি সঞ্জয় দাস, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, এমডিসি সম্রাট জমাতিয়া, এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং, এমডিসি কংজঅং মগ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যনির্বাহী সদস্য বুধু দেববর্মা, উপদেষ্টা ও প্রশাসন সংস্কার কমিটির সদস্য বিজয় কুমার রাঙ্খল, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, প্রাক্তন নির্বাহী সদস্য চন্দ্রোদয় রূপিনী, সমাজসেবী রণজিৎ দেববর্মা, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সি. কে. জমাতিয়া প্রমুখ।

আমেরিকায় ইউনিভার্সিটিতে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনায় ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের

নিউইয়র্ক, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : আমেরিকায় গ্র্যাম্বলিং স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বন্দুকবাজরে হানায় প্রাণ হারিয়েছেন এক পড়ুয়া। ঘটনায় আহত সাত। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, এক ছাত্রের অবস্থা সঙ্কটজনক। ঘটনার জেরে সোমবার এবং মঙ্গলবার ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অনির্দিষ্টকালের জন্য জারি করা হয়েছে নৈশ কার্ফুও।

লুইজিয়ানা স্টেট পুলিশ জানিয়েছে, শনিবারর স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ গ্র্যাম্বলিং স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এক অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী ঢুকে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই এক পড়ুয়া প্রাণ হারান। ঘটনায় সাত ছাত্র আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত ছাত্রদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। হামলার পর পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। নজর ক্যামেরায় ফুটেজ দেখে আততায়ীর খোঁজ শুরু হয়েছে। লুইজিয়ানা পুলিশের তরফ থেকে ফেসবুকে পোস্ট করে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থল পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের কাছে অনুরোধ, আততায়ীর ব্যাপারে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য থাকলে তারা যেন সেই তথ্য পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করেন।

জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধান সমাজপতিদের সম্মাননা ভাতার সূচনা হল

খুমুলুঙ, ১৮ অক্টোবর ।। সোমবার খুমুলুঙে নুউাই অডিটোরিয়ামে এডিসির উদ্যোগে ত্রিপুরার বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধান সমাজপতিদের সম্মাননা ভাতা প্রদান সূচনা করা হয়। মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই অনুষ্ঠান শুভ সূচনা করেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ও পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, স্বাস্থ্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, ভূমিলেখ্য ও বন্দোবস্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা, এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা ও এমডিসি গনেশ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক সি. কে. জমাতিয়া। সভাপতির ভাষণে চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা বলেন, এডিসি প্রশাসন সমাজপতিদের সম্মাননা ভাতা প্রদান করেছে। সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নিরপেক্ষ দৃষ্টি কোণ থেকে সমাজপতিদের ভাতা প্রদান করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, বেশ কিছু ছোট ছোট উপজাতি উপগোষ্ঠী রয়েছে। সেই সকল উপগোষ্ঠীকে রক্ষা করার দায়িত্ব বড় উপজাতি গোষ্ঠীর। তিনি আরো বলেন, সম্মান ভাতা পরিমাণ কত, তা বড় কথা নয়। সমাজপতিদেরকে এডিসি প্রশাসন থেকে শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। বর্তমান এডিসি প্রশাসনকে তার জন্য শ্রী দেববর্মা ধন্যবাদ জানান।

এদিকে, উদ্বোধক তথা মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সামাজিক অবক্ষয় থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সমাজপতিদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যের উপজাতি সমাজে নেশার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন দিয়ে নেশার কবল থেকে যুব সমাজকে বাঁচনো অসম্ভব। একমাত্র সমাজপতিদের কঠোর অনুশাসনের মাধ্যম্যে নেশার কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এখনও যে জনগোষ্ঠীর জমাজপতি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মত বিরোধ রয়েছে, সেই সব জনগোষ্ঠীর মতবিরোধ যাতে মিটে যায়। তারপরই তাদের সমাজপতিদের ভাতা প্রদান করা হবে। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে সমাজপতিদের আমন্ত্রণ জানানোর পরামর্শ দেন তিনি। প্রধান অতিথির ভাষণে উপমুখ্য নির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার উপজাতি সমাজপতিদের সম্মাননা ভাতা প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু আরও চালু করা হয়নি। এডিসি প্রশাসন ঘোষণা করার সাথেই সমাজপতিদের ভাতা প্রদান করার কাজ শুরু করেছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শিক্ষা ও পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা বলেন, বিভিন্ন উপজাতিদের সামাজিক রীতিনীতি, আচার আচরণ আজ বিলুপ্তির পথে। সেইসব সামাজিক রীতিনীতি আচরণকে পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনি সমাজপতিদের আহ্বান জানান।

এছাড়া প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে সমাজপতিদের কাজ করার আহ্বান জানান। আরও বলেন, এডিসি গঠন হবার ৪০ বছর পর উপজাতিদের কাষ্টমারি 'ল' আজও সকলের জন্য চালু করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ভূমিলেখ্য ও বন্দোবস্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং এবং মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন। আজ— জমাতিয়া, কলই, উচুই, করবং, কাইপেঙ, রূপিনী, রাঙ্খল, ডারলং, হালাম, চাকমা, মগ, নোয়াতিয়া এবং চড়ই সম্প্রদায়ের প্রধান সমাজপতিদের হাতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ সম্মাননা ভাতা প্রদান করেন।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভাগবতের বিরোধিতা করায় বৃন্দাকে তোপ আরএসএস-এর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : আরএসএস প্রধান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত। তার সমালোচনা করলেন আরএসএস স্বয়ংসেবক তথা জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘের রাজ্য কার্য নির্বাহী কমিটির প্রাক্তন সদস্য ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঞ্জনবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে সোমবার বলেন, "বাংলা ভাষায় ওই প্রবাদটি বোধহয় বৃন্দা কারাতের ভালোই জানা আছে' যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।' যেহেতু আরএসএস প্রধান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন, সেহেতু তাঁর কথা ভুল ও বিদ্বেষপূর্ণ। এই কথাটি নালন্দা কান্ডের কাণ্ডারি নোবেলজয়ী বললে তা ঠিক এবং সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হয়ে যেত। আসলে ম্যাডাম বৃন্দা বা ওনার সহযোদ্ধারা, ভারতীয় বীর সেনানী যোদ্ধাদের যারা শ্রেনী শত্রু ভাবেন, সত্যটি ভালোই জানেন এবং না জানার ভান করেন। ওনাদের পৃষ্ঠপোষককারি রাষ্ট্রে কিন্তু কয়েক দশক আগে থেকেই জবরদস্তি জন্ম নিয়ন্ত্রণ চলছে। আর এস এস প্রধান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা বৃদ্ধি নিয়ে যে বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য তাঁর বিজয়া দশমীর ভাষণে রেখেছেন, সেটির অন্তর্নিহিত অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার সঙ্গে এদেশের অখণ্ডতা রক্ষা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। একথা সত্য যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে হিন্দু সমাজের কাছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আদৌ কাম্য নয় ।নানা ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের স্বার্থে এবং কিছুটা পারিবারিক দায়বদ্ধতার কারনেও হিন্দু সমাজের ভিতরে অবিবাহিত থাকার প্রবণতা বেশি এবং সে কারণেই হিন্দু জনসংখ্যা এদেশে ক্রমহ্রাসমান।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ই অক্টোবর।। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া হিন্দু নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, পূজা মন্ডপ ভেঙে দেওয়া- জ্বালিয়ে দেওয়া - দুর্গা মূর্তি ভাঙচুর করা, মন্দির ভাঙা, সাধু সহ সাধারন নাগরিকদের নিহত করা , হিন্দুদের বাড়ি- ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ,ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করার প্রতিবাদে আজ বিকাল চারটায় এক প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয় উদয়পুরের বিভিন্ন রাজপথ পথে । আজ বিকাল চারটায় উদয়পুর কে বি আই স্কুল মাঠ থেকে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে এক উদ্দীপ্ত মিছিল সংগঠিত হয়। দীর্ঘ দিন পর উদয়পুর এই ধরনের এক প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল থেকে আওয়াজ উঠে বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে বাংলাদেশে সংখ্যা লঘুদের উপর আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, সংখ্যা লঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, ধর্মীয় মন্দির- আশ্রমের রক্ষণাবক্ষেণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, হিন্দুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে ইত্যাদি। এই ধিক্কার মিছিলে উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

বক্সনগর পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বাগিয়ে নেয়ায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ অক্টোবর।। বক্সনগর আর ডি ব্লকের অধিনে মুল্লামুড়ার পাঁচ নং ওর্য়াডের বাসিন্দা হুমায়ুন কবির নামক জৈনক্য ব্যক্তির বসবাস। গ্রাম পঞ্চায়েত হল বক্সনগর। তিনি ছিলেন বামের ভক্ত। আর যেই মাএ রাজ্যের সিংহাসনের পট পরিবর্তন হল আবার ডিগবাজি খেয়ে শক্ত বি জে পি সেঁজে এক লহমায় প্রধান মন্ত্রি আবাস যোজনার ঘর হাতিয়ে নিয়েছে। বাম আমলে সুলভ শৌচাগারের জন্য বার হাজার টাকা পেয়েছে অথচ সুন্দর চকচকে শৌচালয় নির্মাণ করেছে তিন লাখ টাকা দিয়ে।

কিন্তু জমির পরিমান নূনতম ১০ কানি এবং টিলা ভূমি ৫কানি হবে। বাম আমলে নেতা ভজনায় বি পি এল রেশন কার্ড বাগিয়ে নিয়েছে। সবচাইতে অবাক করার ঘটনা হচ্ছে মুল্লামুড়া গ্রাম াসীর দীর্ঘদিন মাটির রিংকূয়া থেকে জল খেয়ে জীবন ধারন করতেন। আজ ঐ গ্রামের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী কূয়ার মধ্যে শৌচাগারের সেপটি টেংকির পাইপ লাইন দিয়েছে। কূয়াটি ছিল হুমায়ন কবিরের জাগায়। কিন্তু মাটির কূয়াটি গ্রামবাসী ও সরকারের সহযোগী তা খনন করা হয়েছিল। গ্রাম বাসীর পক্ষ থেকে শৌচালয়ের সেফটি টেংকি তৈরী করার সময় বাধা ও নিষেধ করা হইয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পাড়া প্রতিবেশির কথা চিন্তা না করেই নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পাকা শৌচাগার তৈরী করেছেন। বক্সনগর পঞ্চায়েত এলাকার সাধারণ হত দরিদ্র পরিবারের ভাগ্যে না জুটছে ঘর এবং শৌচাগার। এই নিয়ে বক্সনগর এলাকার মুল্লামুড়াবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

শ্রমিকরা

● প্রথম পাতার পর

মিললো না রেগার মজুরি। পদ্মবিল ব্লকের শ্রমিকেরা আবারো বসলেন সড়ক অবরোধে। তাতে চরম দুর্ভোগের শামিল সাধারণ মানুষ। কথামতো সোমবারেও মিললো না মজুরি। অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয়বারেও মজুরি না মেলায় পদ্মবিল ব্লকের রেগা প্রকল্পের শ্রমিকেরা সোমবার আবার বসলেন সড়ক অবরোধে।শারদোৎসবের আগে বকেয়া ছিল কাজের মজুরি।তখনো খোয়াই--মোহনপুর--আগরতলা সড়কে অবরোধে বসেছিলেন তারা।

সেদিন অতিরিক্ত মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিডিও কথা দিয়েছিলেন বকেয়া মজুরি ১৮ইঅক্টোবরের মধ্যে ঢুকে যাবে শ্রমিকদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।ফলে আশ্বস্ত হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন রেগার শ্রমিকেরা। কিন্তু ১৮অক্টোবরের মধ্যে মজুরির টাকা ঢুকেনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।ফলে ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা সোমবার আবার খোয়াই--মোহনপুর--আগরতলা সড়কের পদ্মবিলে অবরোধে সামিল হন। মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয় , রেগার মজুরির টাকা মিটিয়ে দেওয়া না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রশ্ন

● প্রথম পাতার পর

তবে এই ঘটনার জন্য স্বামী সঞ্জিত দাস মূলতঃ দায়ী করেন তাঁর নিকটাত্মীয় হরিমোহন বর্মনকে। উল্লেখ্য, হরিমোহন বর্মন আবার নিখোঁজ গৃহবধূ শিবানী দাসের বোন জামাই তথা জাম্বু। উল্লেখ্য, গৃহবধূ নিখোঁজ কান্ডে অভিযোগের তীর হরিমোহন বর্মনে"র বাড়ি খোয়াই থানাধীন দুর্গানগর এলাকায়। কিন্তু পেশায় সে একজন সাধারণ রং-মিস্ত্রি। আর এই রং-মিস্ত্রি পেশার জন্যই নাকি বর্তমানে সম্প্রতি ৩ মাস ধরে হরিমোহন বর্মন কল্যাণপুরের কুঞ্জবন এলাকার স্থানীয় কোন এক বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকতো --- এমনটাই মূলতঃ অভিযোগ করে জানিয়েছেন স্ত্রী পুত্র ও কন্যা সর্বহারা স্বামী সঞ্জিত দাস।

এইবার সর্বহারা স্বামী সঞ্জিত দাস সমস্ত ঘটনার ইতি বৃত্তান্ত টেনে অবশেষে কল্যাণপুর থানার পুলিশ বাবুদের কাছে গিয়ে অভিযুক্ত হরিমোহন বর্মণ"র বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে ও নিখোঁজ স্ত্রী সহ নাবালক ছেলে মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরবর্তীতে কল্যাণপুর থানার পুলিশ উক্ত ঘটনার জেরে একটি মামলা গ্রহণ করে। যার নম্বর --- ১০১/২১, ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৩/৩৪ নং ধারায়। যদিও আজ পর্যন্ত ৪২ দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও নিখোঁজ ৩ জনের মধ্যে কাউকেই হীরার টুকরো খাঁকি উর্দিধারী পুলিশ বাবুরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় নি। তবে এইদিকে গোটা কল্যাণপুর এলাকায় বাড়ি থেকে প্রকাশ্যে দিনদুপুরে দুই নাবালক শিশু সন্তান সহ গৃহবধূর রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় যেমন চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে ; ঠিক তেমনই হীরার রাজ্যের হীরার টুকরো পুলিশ বাবুদের অশ্বডিম্বাকৃতির ভূমিকাকে ঘিরে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহলজুড়ে বর্তমানে একপ্রকার ক্ষোভ বিরাজ করছে ইতিমধ্যে।

হিন্দু পরিষদ

● প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে ওই ঘটনায় ভারতে হিন্দুরা জাগ্রত হচ্ছেন, প্রতিবাদী হয়ে উঠছেন। তাই, আমরা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ, হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন।

এদিকে, আজ সন্ধ্যায় আগরতলা শহরে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলার প্রতিবাদে মিছিল সংগঠিত হয়। এছাড়াও, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে দুর্গা প্রতিমা ও মন্ডপ ভাংচুরের পর প্রচুর হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রান্ত হয়েছে। দুষ্কৃতিদের হামলায় একজনের মৃত্যু এবং অপর একজন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। কুমিল্লা সহ একাধিক স্থানে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছেন।

হিন্দ

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি প্রশাসনের দাবি করেন, বাংলাদেশে ওই নোংরা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় শান্তি-শৃঙ্খলা, সংহতি, সম্প্রীতি, পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভঙ্গ না হয় তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোক

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

ফেলা হয়।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের এই শব্দবাজি বিরোধী অভিযানে তেলিয়ামুড়া হাটবারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে তেলিয়ামুড়া উত্তর বাজার এলাকায়।

বিজন ধরের

● প্রথম পাতার পর

সংগঠনের জন্য অভাবনীয় ক্ষতি। তিনি বলেন, বর্তমানে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আমরা। তবে হাঁটতে হবে অনেক দূর। একে মোকাবিলা করতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, নিজেকে তৈরি না করে অন্যকে তৈরি করার দায়িত্ব আমরা নিতে পারি না। অসাফল্য থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বিভিন্ন ত্রুটি, দুর্বলতা ও অসাফল্যের কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে। নিজেদের ঘাটতি ও অসম্পূর্ণতার কারণগুলোর যাতে পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে, তার জন্য সবাইকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে বিজন ধরের স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীও। অন্যদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রবীন রবীন দেব, রমা দাস ও অঘোর দেববর্মা, সিপিএমের আসাম রাজ্য সম্পাদক দেবেন ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মানিক দে প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গত ১১ অক্টোবর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিজন ধরের মৃত্যু হয়।

ক্রীড়াঙ্গন

টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল পাকিস্তান

দুবাই, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার টি ২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল পাকিস্তান। এদিন এদিনের ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড। তবে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩০ রানের বেশি তুলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শিমরন হেটমায়ার ২৮, পোলার্ড ২৩, ক্রিস গেইল, লেন্ডল সিমন্স ১৮ ও নিকোলাস পুরাণ ১৩ রান করেন। হাসান আলি, হ্যারিস রউফ ও শাহিন শাহ আফ্রিদি দুটি করে উইকেট পান। জবাবে খেলতে নেমে ১৫.৩ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। ওপেন করতে নেমে অধিনায়ক বাবর আজম করেন ৫০। ফখর জামান অপরাজিত থাকেন ৪৬ রানে। ১১ বলে ১৪ রান করে অপরাজিত থাকেন শোয়েব মালিক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডেন ওয়ালশ ৩.৩ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২ উইকেট পেলেও ৪১ রান খরচ করেন। এদিনের অপর প্রস্তুতি ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪১ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তানকে। দক্ষিণ আফ্রিকাও টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিল। ৫ উইকেট হারিয়ে তোলে ১৪৫ রান। সর্বাধিক ৪৮ রান করেন এইডেন মার্করাম, অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা করেন ৩১। আফগানিস্তানের হয়ে এদিন খেলানো হয়নি রশিদ খানকে। মুজিব উর রহমান ৪ ওভারে ১টি মেডেন ওভার-সহ ২৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। জবাবে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৪ রানেই আটকে যায় আফগানিস্তান। তাবরেজ শামসি ১৮ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট নেন। লুঙ্গি এনগিডি নেন ২ উইকেট।

বিশ্বকাপে ৪ বলে ৪ উইকেট আয়ারল্যান্ড বোলারের রেকর্ড

আবু ধাবি, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : বিশ্বকাপের কোয়ালফাইং পর্বে খেলতে নেমে ইতিহাসে পৌঁছে গেলেন আয়ারল্যান্ডের কার্তিস ক্যামফার। টি-২০ ওয়ার্ল কাপে খেলতে নেমেই নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে চার বলে চার উইকেট নিয়ে নজির গড়ে ফেললেন তারকা। আবু ধাবিতে যোগ্যতাঅর্জন পর্বের ম্যাচে খেলতে নেমেছিল নেদারল্যান্ডস এবং আয়ারল্যান্ড। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে নিজের ৪ ওভারের কোটায় ক্যামফার ২৬ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট দখল করেন। ক্যামফারের দাপটে নেদারল্যান্ডস ৫১/২ থেকে মুহূর্তের মধ্যে ৫১/৬ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কমলা জার্সির নেদারল্যান্ডস ১০৬ রানে গুটিয়ে যায়। সেই ম্যাচেই বল হাতে আগুন ঝড়ালেন কার্তিস ক্যামফার। ইনিংসের ১০ম ওভারে বল করতে এসে একই ওভারে পরপর আউট করে দেন কলিন আক্যারম্যান (১১), রায়ান টেন দুশখাতে (০), স্কট এডওয়ার্ডস (০) এবং রোয়েলফ ভ্যান ডার মারউইকে (০)। আন্তর্জাতিক টি২০তে এর আগে পরপর চার বলে চার উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে লাসিথ মালিঙ্গা এবং রশিদ খানের। সোমবার দুরন্ত বোলিংয়ে মালিঙ্গা, রশিদ খানদের সঙ্গেই নিজের নাম তুলে ফেললেন কার্তিস। প্রসঙ্গত, শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা ২০০৭ টি-২০ ওয়ার্ল কাপে ডাবল হ্যাটট্রিক (পরপর চার উইকেট) করেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। সুপার ৮-এর লড়াইয়ে। এর এক দশকেরও বেশি সময় পরে ২০১৯-এ পাল্লাকেলেতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একই কৃতিত্ব অর্জন করেন। ২০১৯-এই রশিদ খান আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দেরদুনে পরপর চার উইকেট দখল করেন। তবে সোমবার টি-২০ ওয়ার্ল কাপে দ্বিতীয় বোলার হিসাবে হ্যাটট্রিক করার কীর্তি গড়লেন ক্যামফার। এর আগে ২০০৭-এ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই নজির গড়েন ব্রেট লি। টি২০-তে আয়ারল্যান্ডের হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিককারীও ক্যামফার।

‘গতিময় লিভারপুল আমাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলবে’

লিভারপুলের খেলার ধরনে মুগ্ধ দিয়েগো সিমেওনে। এখন তাদের প্রতিপক্ষই যখন ইংলিশ দলটি, আতলেতিকো মাদ্রিদের কোচ তাই খুব সতর্ক। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আসছে ম্যাচে নিজেদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ দেখছেন এই আর্জেন্টাইন। তবে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে পাল্টা আঘাত করার জন্য তারাও নিজেদের প্রস্তুত করছেন বলে জানালেন সিমেওনে। ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতাটির ‘বি’ গ্রুপে মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে দল দুটি। আতলেতিকোর মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায়। লিভারপুলের বিপক্ষে মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যানটা অবশ্য আতলেতিকোর জন্য আশা জাগানিয়া। সবশেষ চারবারের দেখায় তিনবারই জিতেছে মাদ্রিদের দলটি। এর মধ্যে আছে ২০১৯-২০ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় অ্যানফিল্ডে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-২ গোলের জয়। তবে লিভারপুল যে ধরনের ফুটবল খেলে তাতে নিজেদের কাজ কতটা কঠিন হতে পারে, ভালো করেই জানেন সিমেওনে। সোমবার সংবাদ সম্মেলনে তার কথায়ও ফুটে উঠল সেটি। ‘‘চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, লিভারপুল সবাই অসাধারণ দল, কিন্তু লিভারপুলের খেলা দেখা সত্যিই আনন্দের। তারা ওপরে উঠে খেলে। পেছনে জায়গা ছেড়ে যাওয়ার ভয় পায় না। তাদের দ্রুতগতির সব খেলোয়াড় আছে। (ভার্জিল) ভন ডাইককে (চোট কাটিয়ে লম্বা সময় পর ফিরেছেন তিনি) সঙ্গে নিয়ে রক্ষণে আরও উন্নতি করেছে তারা।’’ ‘‘তারা আমাদের কাজ খুব কঠিন করে তুলবে। আমরা তাদের পাল্টা আঘাত করার পথ খুঁজে বের করব। তাদের গতির সঙ্গে আমাদের তাল মেলাতে হবে এবং সুযোগ তৈরি করতে হবে।’’ দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে আছে আতলেতিকো। শতভাগ সাফল্যে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। ১ পয়েন্ট নিয়ে পোর্তো তিনে, এসি মিলান এখনও পয়েন্ট পায়নি।

বিশ্বকাপে এবার প্রথম ৪ডি প্রযুক্তি আইসিসির ঘোষণায় চমকের পর চমক

দুবাই, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : দর্শকদের বিনোদনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে এবার আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপে আনতে চলেছে ব্যাট ট্র্যাকিং প্রযুক্তি। বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচে নয়, নির্দিষ্ট কিছু ম্যাচে বল ট্র্যাকিং এবং ব্যাটের এজ ডিটেকশনের সঙ্গে হক-আইয়ের দ্বারা ব্যাটের ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। আইসিসির তরফে বলা হয়েছে তার বিহীন ক্যামেরা সিস্টেমের স্পাইডারক্যাম সহ অন্যান্য প্রযুক্তিও এবার সফলভাবে প্রয়োগ করা হবে লাইভ ম্যাচে। সুপার-১২ পর্বে ফোর ডি রিপ্লেতে ১৮০ ডিগ্রি কৌণিকভাবে সিকোয়েন্স দেখতে পারবেন দর্শকরা। আইসিসির টিভি প্রোডাকশন ইউনিটের তরফে প্রত্যেক ভেন্যুতে ন্যূনতম ৩৫টি ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে। এতে লাইভ প্লেয়ার ট্র্যাক করতে পারবেন দর্শকরা। কুইডিচ ট্র্যাকারের মাধ্যমে দর্শকরা ডায়নামিক ফিল্ড স্পট করতে পারবেন। আইসিসির যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে চারটি দল সুপার-১২ পর্বে খেলার ছাড়পত্র পাবে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানের চারটে ভেন্যু- দুবাই, আবু ধাবি, শারজা এবং মাস্কটে এবার টি২০ বিশ্বকাপের আসর বসেছে। ভারত টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করছে ২৪ অক্টোবর। প্রথম ম্যাচেই ভারতের সামনে পাকিস্তান।

ব্রুজ ম্যাচে দুই ব্রাজিলিয়ানকে পাওয়ার আশায় গুয়ার্দিওলা

দেশের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলে ইংল্যান্ডে না ফিরে সরাসরি বেলজিয়ামে চলে যান গোলরক্ষক এদেরসন ও স্ট্রাইকার গাব্রিয়েল জেসুস। দেশটির ক্লাব ব্রুজের বিপক্ষে আসছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে তাই এই দুই ব্রাজিলিয়ানকে পাওয়ার আশা করছেন ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। কাতার বিশ্বকাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশ সময় গত শুক্রবার সকালে উরুগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিলের ৪-১ গোলে জয়ের ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন সিটির এই দুই খেলোয়াড়। একারণেই শনিবার প্রিমিয়ার লিগে বার্নলির বিপক্ষে লিভারপুলের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে খেলতে পারেননি তারা। গত মাসে বিট্রিশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, কোভিড-১৯ এর টিকা নেওয়া প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক সূচির বিরতিতে ‘লাল তালিকাভুক্ত’ দেশগুলোতে যেতে পারবেন। সেখান থেকে ফিরে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ১০ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকার সময় তারা ক্লাবের সঙ্গে অনুশীলন ও ম্যাচও খেলতে পারবেন বলে নিয়ম করা হয়। সুযোগটা কাজে লাগাতেই ক্লাবের পক্ষ থেকে এদেরসন ও জেসুসকে ইংল্যান্ডে না ফিরে বেলজিয়ামে যেতে বলা হয়। সেখানেই মঙ্গলবার ব্রুজের বিপক্ষে মাঠে নামবে সিটি। বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে ১১টায় শুরু হবে ম্যাচটি। আসছে ম্যাচে তাদের খেলার ব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নিশ্চিত করে অবশ্য কিছু বলেননি গুয়ার্দিওলা। তবে বললেন ভালো সম্ভাবনার কথা। ‘‘এখন তারা বেলজিয়ামে আছে। আমার মনে হয়, তারা বলেছে যে খেলতে পারবে। কিন্তু আমরা দেখব সেখানে একটা অনুশীলন সেশন করার মতো কী পরিস্থিতি থাকে। কারণ আমরা এখানে অনুশীলন করব আর তারা এখানে নেই। তাই এ বিষয়ে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’’ ‘‘আমরা তাদের সেখানে সরাসরি পাঠিয়েছি কারণ ব্রুজ ম্যাচের পর যেন তারা এখানে ফিরে সাধারণ জীবন কাটাতে পারে। তারা সরাসরি ম্যানচেস্টারে এলে তাদেরকে একটা হোটেলে ১০ দিন আইসোলেশনে থাকতে হতো। আমরা তা চাইনি আর সেকারণেই তারা বেলজিয়ামে গেছে। হয়তো তারা খেলতেও পারবে, এটাই ভালো খবর।’’ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গতবারের রানার্সআপ সিটি লাইপজিগকে ৬-৩ গোলে উড়িয়ে চলতি আসরের শুরুটা দুর্দান্ত করে। তবে গ্রুপ পর্বের পরের ম্যাচে তারা পিএসজির মাঠে হেরে যায় ২-০ গোলে। ব্রুজের সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে আছে পিএসজি। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে ম্যানচেস্টার সিটি। দুই ম্যাচে দুটিতেই হেরে লাইপজিগের পয়েন্ট শূন্য।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট অধিনায়ক

কলম্বো, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট অধিনায়ক বান্দুলা ওয়ার্নাপুরা। সোমবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৬৮ বছর বয়সী বান্দুলা। শোকস্তব্ধ হয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সহ ক্রিকেট মহল। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক ছিলেন বান্দুলা ওয়ার্নাপুরা। খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানার পর শ্রীলঙ্কার কোচিং স্টেট-আপে দায়িত্ব পালন শুরু করেছিলেন তিনি। পরে কোচিং পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন বান্দুলা। ক্রিকেট তারকার মৃত্যুতে এক বিবৃতিতে দিয়েছে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড। প্রাক্তনরাও গভীর শোকজ্ঞাপন করেছেন। ১৯৮২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ম্যাচের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বান্দুলা ওয়ার্নাপুরা। টেস্টে দেশের হয়ে প্রথম রানও ছিল তার নামে। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম ওভার বোলিংও করার মাধ্যমে বিরল রেকর্ডও গড়েছিলেন তিনি। দেশের হয়ে সবমিলিয়ে চারটি টেস্ট এবং ১২টি একদিনের খেলেছেন বান্দুলা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বান্দুলার অভিষেক হয় ১৯৭০ সালে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে। তার প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে টার্নিং পয়েন্ট ছিলো ১৯৭৩-৭৪ মরশুমে পাকিস্তান অনূর্ধ-২৫ দলের বিরুদ্ধে খেলা ১৫৪ রানের ইনিংস। ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ওপেনারের। পরের ম্যাচে ডেনিস লিলি এবং জেফ থমসনের মতো ভয়ঙ্কর পেস জুটির বিরুদ্ধে ৩৯ বলে ৩১ রান করে ছিলেন তিনি।

No. F.11(2)-Corpn./SC/Advt./2012/2208 Dated :- 18/10/2021

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য বিশেষ ভাবে জানানো যাইতেছে যে, ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড হইতে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী (কম পক্ষে ৪০ শতাংশ) সরকারি কর্মচারীগণকে (যাদের বয়স ১৮ হইতে ৫৫ বছরের মধ্যে) ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড হইতে Car, Scooty, Bike এবং Other assistive devices ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য শতকরা ৬ শতাংশ সরল সুদে ঋণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঋণ গ্রহনে ইচ্ছুক প্রতিবন্ধী (কম পক্ষে ৪০ শতাংশ) সরকারি কর্মচারীগন-কে (যাদের বয়স ১৮ হইতে ৫৫ বছরের মধ্যে) স্ব স্ব ব্লক অফিস / নগর পঞ্চায়েত অফিস/ পৌরপরিষদ অফিস এবং আগরতলা পৌরনিগম এলাকার দরখাস্তকারিগন ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয়ে বিস্তারিত তথ্য সহকারে সাদা কাগজে দরখাস্ত করার জন্য বিশেষ ভাবে জানানো যাইতেছে।

এছাড়াও, রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী বেকারদের (যাদের বয়স ১৮ হইতে ৫৫ বছরের মধ্যে) আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্পে শতকরা ৬ শতাংশ সরল সুদে ঋণ প্রদান করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঋণগ্রহনে ইচ্ছুক প্রতিবন্ধী বেকারদের স্ব স্ব ব্লক অফিস / নগর পঞ্চায়েত অফিস / পৌরপরিষদ অফিস এবং আগরতলা পৌরনিগম এলাকার দরখাস্তকারিগণ ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয়ে বিস্তারিত তথ্য সহকারে সাদা কাগজে দরখাস্ত করার জন্য বিশেষ ভাবে জানানো যাইতেছে।

ঋণ প্রদানের শর্তাবলী ঃ

১. ভারতীয় নাগরিকত্ব/ ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রমাণপত্র।
২. আবেদনকারীর বয়স ১৮ হইতে ৫৫ বছরের মধ্যে হইতে হইবে।
৩. প্রতিবন্ধী (কম পক্ষে ৪০ শতাংশ) সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি জমা দিতে হইবে।
৪. আধার কার্ডের প্রতিলিপি।
৫. পারিবারিক রেশন কার্ডের প্রতিলিপি।
৬. বেকারদের ঋণ নেওয়ার সাপেক্ষে একজন সরকারী কর্মচারী কে উক্ত ঋণের জামিনদার হইতে হইবে অথবা ঋণের সম পরিমান টাকার ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট বন্ধক দিতে হইবে।
৭. সরকারি কর্মচারীগণ-কে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে নিজেই উক্ত ঋণের জামিনদার হইতে হইবে এবং DDO এর প্রদেয় Letter of Guarantee জমা দিতে হইবে।
৮. আবেদনকারীর মোবাইল ফোন নম্বর দরখাস্তের মধ্যে উল্লেখ থাকিতে হইবে।
৯. আবেদনকারীর দুইটি Passport Size ফটো জমা দিতে হইবে।
১০. আবেদনকারীকে দুটি Revenue Stamp জমা দিতে হইবে।
১১. জামিনদারের দুটি Passport Size ফটো জমা দিতে হইবে।
১২. ট্রান্সপোর্ট ঋণ প্রকল্পে দরখাস্তকারীর Driving License-এর প্রত্যয়িত নকলের প্রতিলিপি জমা দিতে হইবে।
১৩. প্রতিটি Photocopy Self Attested হইতে হইবে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
জেনারেল ম্যানেজার
ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

ICA-D-1080/2021-22

সেরা দশে জায়গা হল না ফেডেরারের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : শেষ চার বছরে এই প্রথমবার-প্রথম দশে জায়গা পেলেন না রজার ফেডেরার। সোমবার প্রকাশিত হল এটিপি র‍্যাঙ্কিং। প্রথমবার ইন্ডিয়ান ওয়েলস চ্যাম্পিয়ন কামেরন নোরি ১১ ধাপ টপকে চলে এলেন ১৫ নম্বরে। ৪০ বছরের ফেডেরার ডান হাঁটুতে চোটের জন্য সেই জুলাই মাস থেকে খেলছেন না। শেষবার খেলতে নেমেছিলেন উম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে। প্রতিপক্ষ ছিলেন-হুবার্ট হুরকাজ। পোল্যান্ডের হুরকাজ দু-ধাপ উঠে এলেন। ইন্ডিয়ান ওয়েলসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তিনি এলেন ১০ নম্বরে। আর ফেডেরার চলে গেলেন, ১১ নম্বরে। কুড়িবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ফেডেরার এই প্রথমবার সেরা ১০ তালিকার বাইরে গেলেন। এটা হল, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের পর। পয়লা নম্বরে রয়েছেন নোভাক জোকোভিচ। দ্বিতীয় স্থানে আছেন, ডানিল মেডভেডেভ। দু'জনের মধ্যে পয়েন্টের ফাঁরাক অনেকটাই। হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

লক্ষ্মীপুজা উপলক্ষে রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন ধরনের বাজি নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় ব্যবসায়ী। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ অক্টোবর।। সোমবার দুপুর একটায় সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন হয় রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা হাত ধরে। প্রথমে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের নতুন ভবনের সামনে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী কে গার্ড অব অনার দেন জেলা পুলিশ সুপারের আরক্ষা দপ্তর কর্মীরা। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপারের নতুন ভবনের ফলক উন্মোচন করে ফিতা কাটেন। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, পুলিশ সুপারের অফিস উদ্বোধন করে অতিথিরা নতুন ভবন ঘুরে দেখেন। পুলিশ সুপারের অফিস উদ্বোধন করে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের প্রশাসনিক ভবনের ফলক উন্মোচন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ফিতা কেটে নতুন ভবন ঘুরে দেখেন অতিথিরা। সিপাহীজলা জেলার সাতটি ব্লগ এবং তিনটি মহাকুমার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাক্ষী হতে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনিক ভবনের অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে উপস্থিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী সহ অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। ভাষণ রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাশ দও। সিপাহীজলা জেলা সাতটি ব্লক তিনটি মহকুমা থেকে নাগরিকরা সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের নতুন প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

করোনা-সংক্রমণ আরও নিম্নমুখী ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.১২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে কোভিডের দৈনিক সংক্রমণ আরও কমে গেল, নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৫৯৬ জন, ২৩০ দিন পর সর্বনিম্ন দৈনিক সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ১৬৬ জনের। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৯,৫৮২ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.১২ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৮৯,৬৯৪ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৬,১৫২ জন। ২০২০ সালের মার্চের পর এই প্রথম দেশে সর্বোচ্চ সুস্থতার হার।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১৩,৫৯৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৮১ হাজার ৩১৫ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৫৬ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, ২০২০ সালের মার্চ থেকে সর্বনিম্ন। ভারতে ৯৭.৭৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৯৭ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৮৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে মাত্র ১২ লক্ষ ০৫ হাজার ১৬২ জনকে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৬৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫২,২৯০ জন (১.৩৩ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৯,৫৮২ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৪,৩৯,৩৩১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.১২ শতাংশ। দেশে এই মুহূর্তে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ১.৩৭ শতাংশ, বিগত ১১৫ দিন ধরে ৩ শতাংশের নীচে এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ১.৩৭ শতাংশ, ৪৯ দিন ধরে ৩ শতাংশের নীচে।

বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হলেই জাতীয় নিরাপত্তা আইনে ব্যবস্থা, কৃষকদের সর্তকবার্তা উত্তরপ্রদেশ পুলিশের

লখনউ, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : লখিমপুরের ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অপসারণ চেয়ে আজ সোমবার 'রেল রোকো' আন্দোলনে নামতে চলছেন কৃষকরা। তাঁদের আন্দোলনের জেরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশ-প্রশাসনের। কৃষকদের আন্দোলনে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন যাতে লণ্ডভণ্ড না হয় তার জন্য কড়া মনোভাব দেখিয়েছে পুলিশ। আন্দোলনকারীদের আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হলেই জাতীয় নিরাপত্তা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি লখনউয়ে ১৪৪ ধারাও জারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লখনউ পুলিশ কমিশনারের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রেল রোকো আন্দোলনে যাঁরাই অংশ নেবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাভাবিক কাজকর্ম ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা হলেই পুলিশ অভিযুক্তের বিরুংদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে লখনউয়ের কৃষক নেতাদের বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হচ্ছে কৃষকদের রেল রোকো কর্মসূচি। চলবে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার তরফে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ থেকে অজয় মিশ্র টেনির অপসারণ এবং গ্রেফতারের দাবিতে দেশ জুড়ে রেল রোকো আন্দোলন ডাকা হয়েছে। এই আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ। রেলের ক্ষয়ক্ষতি বা সম্পত্তি ভাঙচুরের মত কোনও ঘটনা ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করেন কৃষকরা।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে সফল অপারেশন

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে সম্প্রতি এক জটিল অস্ত্রোপচার বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রায় উনিশ কেজি ওজনের টিউমার অপারেশন করে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এক গর্ভবতী মায়ের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। ধলাই জেলার ছামনুর বাসিন্দা ২৬ বছরের গর্ভবতী মহিলা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের সদস্যা। তাকে সংকটজনক অবস্থায় সম্প্রতি জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি আট মাসের গর্ভবতী ছিলেন।

চিকিৎসকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মহিলার ডিম্বাশয়ে ১৮.৭ কেজি ওজনের টিউমারের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করেন। পনেরো দিনের মধ্যে এই টিউমারটির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছিল বলে চিকিৎসকদের ধারণা। এটি এত বড় ছিল যে গর্ভবতী মহিলা ঠিকমত শুতে পারতেন না, দাঁড়াতে ও বসতেও তার খুব অসুবিধা হত। দৈনন্দিন কাজকর্মও তিনি করতে পারতেন না। তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তার খাদ্য গ্রহণেও অসুবিধা হত।উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে তার চারবার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়েছিল। ডিম্বাশয়ের টিউমার সম্পর্কে তিনি অজ্ঞাত ছিলেন। জিবিপি হাসপাতালে প্রসূতি স্ত্রীরোগ বিভাগের ইউনিট দুই চিকিৎসকগণ প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে এই ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারটি করেন।

প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞে চিকিৎসক ডাঃ জে এল বৈদ্য ও ডাঃ সুমিত দাস এই অস্ত্রোপচারটি করেছেন। এনেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য এবং সিস্টার ইনচার্জ ছিলেন শিবানী ভট্টাচার্য ও জোৎস্না দাস। গর্ভবতী মহিলার টিউমারটির সফল অস্ত্রোপচার করে রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হলেও মৃত সন্তান প্রসব করেন তিনি। অস্ত্রোপচারের পর জিবিপি হাসপাতালেই তার চিকিৎসা হয়। পরবর্তী সময়ে মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে সুস্থ দেহে বাড়ি ফিরে যান। এই দুরূহ অস্ত্রোপচারের সাফল্যে রোগীর পরিবার পরিজন খুব খুশি। পাশাপাশি এর ফলে রাজ্যের চিকিৎসকদের উপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাবে বলে দপ্তর মনে করছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সাম্প্রদায়িক হিংসার জেরে বাংলাদেশে একাধিক জেলায় পুলিশ সুপার বদলি

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় যে সাম্প্রদায়িক হিংসা চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার সাত পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। বদলি হওয়া সাত পুলিশ আধিকারিকের মধ্যে রয়েছেন রংপুর ও ফেনীর পুলিশ সুপার। তাছাড়া চট্টগ্রাম পুলিশের ডিসি বিজয় বসাককেও বদলি করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে সাত পুলিশ আধিকারিককে বদলির কথা জানানো হয়। রংপুরের পুলিশ সুপার বিপ্লব সরকারকে ঢাকা মহানগর পুলিশের উপ কমিশনারের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। রংপুরের পুলিশ সুপারের দায়িত্ব পেয়েছেন পুলিশ সদর দফতরের সহকারী মহাপরিদর্শক ফেরদৌস আলী চৌধুরী। ফেনীর পুলিশ সুপার খোন্দকার নুরুন্নবীকে পুলিশ সদর দফতরের এআইজি পদে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় ফেনীর পুলিশ সুপার হয়ে পাঠানো হয়েছে পুলিশ সদর দফতরের এআইজি আব্দুল্লাহ আল মামুনকে। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের দক্ষিণ শাখার ডিসি বিজয় বসাককে ঢাকা জেলা সিআইডিতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় চট্টগ্রাম দক্ষিণের ডিসি পদে পাঠানো হয়েছে পুলিশ সদরের এআইজি সোহেল রানাকে।

দুর্গাপুজোর অষ্টমী থেকেই কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, রংপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিকভাবে পুজোমণ্ডপ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্দিরে হামলা চালানো হয়। শনিবার ফেনীতে পূজা উদযাপন পরিষদের বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তুতির মধ্যে হামলা হয়। জেলা শহরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় হামলাকারীরা। তার পরে কয়েকটি মন্দির এবং হিন্দুদের মালিকানাধীন বেশ কিছু দোকানে ভাঙচুর চালানো হয়। ওই দিন রাতেই রংপুরের পীরগঞ্জে এক তরুণের বিরুংদ্ধে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার কথিত অভিযোগ তুলে মাঝিপাড়া জেলেপল্লীর ২৯টি বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুর করা হয় মন্দির। গত শুক্রবারই চট্টগ্রামের জেএম সেন হলের পুজোমণ্ডপেও হামলা চালানো হয়। লাগাতার হামলার পরেই পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেয় বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সহ একাধিক হিন্দু সংগঠন। দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে পরিকল্পিত আক্রমণের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন বিশিষ্টজনেরাও। আন্তর্জাতিক মহলেও বাংলাদেশের মুখ পুড়েছে। সমালোচনার মুখে শেষ পর্যন্ত নড়েচড়ে বসেছেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা।

বিলোনীয়ায় বিস্তর পরিমান গাঁজা গাছ ধ্বংস করলপুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৮ অক্টোবর।। সোমবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য কৃষ্ণপুর এলাকায় দুটি স্থানে মোট ৬০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। এদিন পুলিশকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিএসএফ জওয়ানরা। পাশাপাশি রাঙ্গামুরা আউটপোস্টের ওসি স্বপন দেববর্মার নেতৃত্বেও পুলিশ বাহিনী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরপর রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে এই ধরনের গাজা বাগানের সন্ধান পাওয়া ঘিরে জনমনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পি আর বাড়ি থানার ওসি অর্জুন চাকমা জানান এর আগেও বেশ কয়েকটি গাজা বাগান এভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু মানুষ কোনভাবেই সচেতন হচ্ছেন না, বরং সমাজ দ্রোহীরা প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাগবাসায় ব্যাতিক্রমি বিজয়া সম্মেলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার বাগবাসা মন্ডল কমিটির উদ্যাগে এক ব্যাতিক্রমি বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর জেলার বিজেপি বাগবাসা মন্ডল কমিটির উদ্যাগে এক ব্যাতিক্রমি বিজয়া সম্মেলন পালন করা হয়। বিজেপি বাগবাসা মন্ডল কমিটির উদ্যাগে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনে বাগবাসা মন্ডলের ষোলটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দুইটি এডিসি ভিলেজের কার্যকর্তারা অংশ গ্রহন করেন।মিশন টিলাস্থিত বাগবাসা মন্ডল কমিটির অফিসের সামনে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনে এলাকার প্রবিন কার্যকর্তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

তাছাড়াও এদিনের বিজয়া সম্মেলনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্টানেরও আয়োজন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা মন্ডল কমিটির মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব, বিজেপি রাজ্যে কমিটির সদস্য পান্না লাল শর্মা, কালাছড়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিনকু শর্মা প্রমুখ।এদিন বাগবাসা মন্ডল কমিটির সভাপতি সুদিপ দেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই মন্ডলে অনেক কার্যকতা রয়েছে যারা বয়সের ভারে নতজানু। মন্ডল কমিটি এই সকল প্রবীণ কার্যকতাদের এদিন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে ও আনন্দ উল্লাসে ভাগীদার হয়।পাশাপাশি আগামীতে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে এই বাগবাস কেন্দ্রটি সিপিআইএমের হাত থেকে দখল মুক্ত করার সংকল্প নেওয়া হয়। বাগবাস মন্ডল কমিটির উদ্যাগে এদিন যে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এই ধরনেন বিজয়া সম্মেলন পূর্বে উত্তর জেলাতে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

শিষ্য খুনে যাবজ্জীবন সাজা রাম রহিমের বাকিদেরও একই শাস্তি দিল আদালত

চন্ডীগড়, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): শিষ্য খুনে জবজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন ডেরা সাচ্চা সৌদা প্রধান গুরমীত রাম রহিম সিং। রাম রহিম ছাড়াও সোমবার আরও ৪ জন দোষীকে ডেরা শিষ্য রণজিৎ সিং হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে হরিয়ানার পাঁচকুলার বিশেষ সিবিআই আদালত। রাম রহিমকে জরিমানা করা হয়েছে ৩১ লক্ষ টাকা এবং বাকিদের জরিমানা হিসেবে দিতে হবে ৫০ হাজার টাকা।

গত ৮ অক্টোবর রাম রহিমদের দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছিল। প্রথমে সাজা ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল ১২ অক্টোবর, কিন্তু ওই দিন সাজা ঘোষণা হয়নি। এরপর সোমবার বিকেলে রাম রহিমদের শিষ্য খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে সিবিআই আদালত। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ১০ জুলাই কুরুক্ষেত্রের খানপুর কোলিয়া গ্রামে রাম রহিমের শিষ্য রণজিৎ সিংয়ের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রাম রহিমের বিরুদ্ধে বাবাকে খুনের অভিযোগ জানান মৃত রণজিৎ সিংয়ের ছেলে। সিবিআই-এর দাবি, এই খুনের পিছনে হাত ছিল রাম রহিমের। কারণ, রাম রহিম তাঁর শিষ্যাদের উপর যৌন নির্যাতন চালাতেন। তাঁর সন্দেহ ছিল, এই খবর বাইরে বেরনোর পিছনে রয়েছেন রণজিৎ। তাই তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে আশ্রমের মধ্যে দুই শিষ্যাকে ধর্ষণ এবং এক সাংবাদিকের খুনের দায়ে রাম রহিমকে ২০ বছর জেলের সাজা দেয় আদালত। বর্তমানে রোহতকের সুনারিয়া জেলে আছেন রাম রহিম।

জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক টার্গেট করা হচ্ছে শ্রমিকদের : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। উদ্বিগ্ন সঞ্জয় রাউত বলেছেন, বিহারি শ্রমিক, কাশ্মীরি পণ্ডিত এমনকি শিখদেরও টার্গেট করা হচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে কী হচ্ছে, তা দেশকে জানানো উচিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। প্রসঙ্গত, কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সময়ে বহুবার জঙ্গি হামলার শিকার হচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের রক্তে রক্তাক্ত হচ্ছে ভূস্বর্গ। রীতিমতো ভয় ও আতঙ্কে কাশ্মীর ছাড়ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা।

এমতাবস্থায় সোমবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি ভীষণ উদ্বেগজনক। বিহারি শ্রমিক, কাশ্মীরি পণ্ডিত এমনকি শিখদেরও টার্গেট করা হচ্ছে। পাকিস্তানের কথা হলে আপনারা সার্জিকাল স্ট্রাইকের কথা বলেন, চিনের ক্ষেত্রেও এমনটা করা উচিত। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে কী হচ্ছে, তা দেশকে জানানো উচিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।' উল্লেখ্য, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তৃতীয়বার কাশ্মীরে আক্রান্ত হয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। চলতি মাসে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ১১ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পর থেকেই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা, পরিবারকে নিয়ে সকলেই ফিরে যাচ্ছেন নিজ নিজ বাড়িতে।

বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার সদস্য আক্রান্ত কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। সংস্কারপন্থী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এর অনুগামী হওয়ায় আক্রান্ত হল এক যুবক ও তার। ঘটনা কল্যাণ পুর থানা এলাকার কমলনগরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে আক্রান্ত মা ও ছেলে। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে সারারাত আশ্রয় নিল বাড়ির পাশের জঙ্গলে। এই ঘটনা কল্যাণপুর প্রমোদনগর কেন্দ্রের অন্তর্গত কমলনগর উত্তরপাড়া এলাকায়।জানা যায়, এই এলাকার বাসিন্দা পেশায় গাড়ির চালক পূর্ণ মজুমদার বন্ধুর নাম সুদীপ নামক সংস্থার একনিষ্ঠ সদস্য। তিনি রাজ্যের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামী হওয়ায় বর্তমান বিতর্কিত সময়েও বন্ধুর নাম সুদীপ নামক সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এই সংস্থার সমর্থক হওয়ার সুবাদে ওই এলাকার জনাকয়েক দুষ্কৃতিকারীর চক্ষুশূল হয়ে পড়ে। শনিবার রাতে প্রতিমা নিরঞ্জন শেষ করে স্থানীয় ক্লাবের একাংশ যুবক মদমত্ত অবস্থায় পূর্ণ মজুমদারের বাড়িতে ঢুকে বর্বরোচিত হামলা চালায়। পূর্ণ মজুমদারকে বাঁচাতে গিয়ে উনার মা মিলন মজুমদার গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মায়ের কোমরে পিঠে কিল,ঘুষি,লাথি খেতে হয়।

নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে মা ছেলে বাড়ির পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নেয় সারারাত। পরবর্তীতে রবিবার সকালে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যায়। বর্তমানে মা ছেলে উভয়ের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি জাস্টিস ইন্দ্রজিৎ মহান্তির সাথে আজ সন্ধ্যায় ওনার সরকারী আবাসে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।